Islami Ain O Bichar
Vol. 19, Issue: 73
January-March. 2023

ISSN:1813-0372, E-ISSN:2518-9530
submission: 2023-01-03
Published: 2023-05-02

DOI: http://dx.doi.org/10.58666/iab.v19i73.236

Approaches of Hadith Scholars and Modern Thinkers in Assessing the Acceptability of Hadith (Prophetic Tradition) through Meaning : An Appraisal

Boorhan Al Mahmud*

Abstract

Due to its unique position in Islamic epistemology, various viewpoints and opinions have naturally arisen in the Muslim society regarding the interpretation and analysis of hadith. According to Islamic belief, hadith as a whole, holds the status of a kind of wahi or divine revelation. How to interpret revelation is a very old question in Abrahamic religions. There is a long discussion and debate about this among different sections of the Muslim society. Especially between the traditionalist hadith scholars and the rationalist community, the disagreement on this issue is quite strong and long. After the fourth century of the Hijri, this disagreement dwindled a little, but at the end of the nineteenth century, under the influence of European colonization, this debate started in a new form by the hands of modernist Muslim thinkers. It is at this stage that the discussion of determining the acceptability of hadith based on meaning becomes important. In this essay, the views and practices of prominent people of both communities are presented in a descriptive manner and their thoughts are evaluated in an analytical manner. This write up has portrayed that judging the meaning of hadith is extremely difficult. For this reason, the article argues that opportunity exists for adherents of both schools of thought to reconsider their stance in the light of history and reality.

Keywords : Ḥadīth; Modernism; Intellect; Meaning; Text.

অর্থবিচারে হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা নিরূপণে হাদীসপন্থি ও আধুনিক চিন্তকদের কর্মপদ্ধতি : একটি পর্যালোচনা

সারসংক্ষেপ

ইসলামী জ্ঞানশাস্ত্রে অনন্য অবস্থানের কারণে স্বাভাবিকভাবেই মুসলিম সমাজে হাদীসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামতের উদ্ভব হয়েছে।

* Boorhan Al Mahmud is a Research fellow in Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre, Dhaka. Email: almahmud260@gmail.com

ইসলামী আকীদা অনুযায়ী সামগ্রিকভাবে হাদীস এক ধরনের ওহী তথা ঐশী প্রত্যাদেশের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। ওহী কিভাবে ব্যাখ্যা করা হবে- এ প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসা ইব্রাহীমিয় ধর্মগুলোতে অতি পুরনো। মুসলিম সমাজের বিভিন্নধারার মধ্যেও এ নিয়ে রয়েছে দীর্ঘ আলোচনা ও বির্তক। বিশেষত ঐতিহ্যবাদী হাদীস শাস্ত্রবিদ ও যুক্তিবাদী সম্প্রদায়ের মাঝে এ বিষয়ে মতপার্থক্য বেশ জোরালো ও দীর্ঘ। হিজরী চতুর্থ শতকের পর হতে এ মতবিরোধ কিছুটা কমে আসলেও উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইউরোপীয় উপনিবেশের প্রভাবে আধুনিকপন্থি মুসলিম চিন্তকদের হাত ধরে নতুন আঙ্গিকে এই বিতর্কের শুরু হয়। এই পর্যায়ে এসে (Mening) অর্থের উপর ভিত্তি করে হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা নিরূপণ সংক্রান্ত আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। আলোচ্য প্রবন্ধে বর্ণনামূলক পদ্ধতিতে উভয় সম্প্রদায়ের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের মতামত ও কর্মপন্থা উপস্থাপন করা হয়েছে এবং বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতিতে তাঁদের চিন্তাধারার মূল্যায়ন করা হয়েছে। প্রবন্ধের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, হাদীসের অর্থ বিচারের কাজটি কষ্টসাধ্য ও দূরূহ। এক্ষেত্রে ইতিহাস ও বাস্তবতার আলোকে উভয় চিন্তাধারার অধিকারীদের জন্যই নিজেদের অবস্থান পুনর্বিবেচনা করার অবকাশ রয়েছে।

মূলশব্দ: হাদীস; আধুনিকতা; আকল; অর্থবিচার; নস।

ভূমিকা

ইসলামী আইন শাস্ত্রের দ্বিতীয় উৎস হাদীস। হাদীসের প্রামাণিকতা সম্পর্কে মুসলিম শাস্ত্রবিদ ও আইনজ্ঞদের মাঝে কোনো মতবিরোধ নেই। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে শাস্ত্রবিদদের হাত ধরে বহু যাচাই-বাছাই ও বিচার বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে হাদীস আমাদের নিকট পৌঁছেছে। ইসলামী আইন শাস্ত্রের মূল উৎস আল কুরআনের সাথে হাদীসের একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। তা হচ্ছে কুরআন অকাট্য ও নির্ভুল। এতে কোনো মিশ্রণ ঘটেনি। আল কুরআন নিজেই এ ব্যাপারে ঘোষণা দিয়েছেন:

﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾

বাতিল এতে অনুপ্রবেশ করতে পারে না- সামনে থেকেও না, পিছন থেকেও না। এটা প্রজ্ঞাময়, চিরপ্রশংসিতের কাছ থেকে নাযিলকৃত (Al Qurān, 41:42)।

একজন মুসলিমের জন্য আল কুরআনে উল্লেখিত বিষয়াবলির ক্ষুদ্রতম কোনো অংশও উপেক্ষা করার সুযোগ নেই। অপর দিকে হাদীস অবশ্য পালনীয় হলেও বিশেষজ্ঞদের সর্বসম্মতিক্রমে এর সমস্ত অংশই নির্ভুল ও অবিমিশ্রিত নয়। সামাজিক পরিবেশ, রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও অনিয়ন্ত্রিত ধর্মীয় আবেগের কারণে এতে অনেক অসংগত বক্তব্যের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। তবে আশ্বস্তের বিষয়, এই অনুপ্রবেশজনিত বিপদ সম্পর্কে মুসলিম শাস্ত্রবোদ্ধাগণ শুরু থেকেই অবগত ছিলেন এবং এই অসংগতি প্রতিরোধে শুরু থেকেই তাঁরা কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। হাদীসকে সংরক্ষণ করতে তাঁরা এমন কিছু পদ্ধতি ও কার্মপন্থা গ্রহণ করেন যার নজীর তৎকালীন সমাজে তো বটেই, আধুনিক বিশ্বেও বিরল। তাঁদের গৃহীত কর্মপন্থার মধ্যে রয়েছে হাদীসের মূল বক্তব্যের অর্থ যাচাই বাছাইকরণ। এটি হাদীস শাস্ত্রের অন্যতম সংবেদনশীল ও জটিলতাপূর্ণ অংশ। হাদীসশাস্ত্রে দক্ষ ব্যক্তি ছাড়া অন্যদের পক্ষে এ পথে পা বাড়ানো

বিপদজ্জনক। বিষয়টি নিয়ে পূর্বের ও বর্তমানের ঐতিহ্যবাদী হাদীসপন্থি আলেমগণ আলোচনা করেছেন। সেই সাথে পাশ্চাত্য প্রভাবিত অনেক মুসলিম চিন্তাবিদ এবং হাদীসশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ আলেমগণও এ ব্যাপারে কলম ধরেছেন। প্রথমোক্ত ঘরানার ব্যক্তিবর্গকে দেখা যায়, হাদীসের অর্থবিচারে খুবই সর্তক অবস্থান গ্রহণ করতে, অপরদিকে দ্বিতীয় ঘরানার লোকেরা এ ব্যাপারে অতিউৎসাহী। এর ফলে হাদীসের অর্থ যাচাই-বাছাইকরণে উভয় ঘরানার মধ্যে স্পষ্ট চিন্তাপার্থক্য দেখা যায়।

হাদীসপন্থিদের পরিচয়

হাদীস আরবি শব্দ, একবচন। বহুবচনে أحاديث। অর্থ: নতুন, কথা, বাণী, সংবাদ, খবর, কাহিনী ইত্যাদি (Fazlur Rahman 2015, 395)। পারিভাষিক সংজ্ঞায় হাদীস হলো:

ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه و سلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خِلْقي أو خُلُقي أو أضيف إلى الصحابي أو التابعي

আল্লাহর নবী ﷺ এর দিকে যেসব কথা, কাজ, মৌনসম্মতি, স্বভাবগত ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সম্বন্ধ করা হয় তাই হাদীস। তেমনিভাবে সাহাবী ও তাবেয়ীদের দিকে সম্পৃক্ত করে যা বলা হয় তাও হাদীস বলে গণ্য হবে (Itr 1979, 27)।

এখন 'হাদীসপন্থি' বলে আলোচ্য প্রবন্ধে কাদেরকে বোঝানো হয়েছে সে ব্যাপারে আলোকপাত করা প্রয়োজন। বাংলা 'হাদীসপন্থি' শব্দের সরাসরি আরবী প্রতিশব্দ হলো, 'আহলুল হাদীস (أهل الحديث) কিংবা আসহাবুল হাদীস (أصحاب الحديث)। ক্লাসিক মুসলিম স্কলারগণ হাদীসপন্থি বলতে কাদেরকে বোঝাতেন তা জানার জন্য ইমাম আল আশআরী রহ. (মৃ:৩৩০ হি:) ও আল শাহরাস্তানী রহ. (মৃ: ৫৪৮হি:) এর অভিমতের দিকে নজর দেয়া যেতে পারে।

ইমাম আল আশআরী রহ. বলেন,

جملة ما عليه أهل الحديث والسنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله ﷺ لا يردون من ذلك شيئاً.

সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে, আহলুল হাদীস ও আহলুস সুন্নাহ এর সর্বসম্মত মৌলিক আকীদা হলো, আল্লাহ, ফেরেশেতা, কিতাব ও নবীদেরকে স্বীকৃতি দেয়া এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে যা এসেছে ও তাঁর রাসূল ﷺ থেকে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিগণ যেসব বিষয় বর্ণনা করেছেন- সেসব বিষয়কে সত্যায়ন করা। তাঁরা এগুলোর কোনো কিছুকেই প্রত্যাখান করে না (Al 'Ash'ari 1990, 1/344)।

আল আশআরী রহ. এর বক্তব্যে 'আহলুল হাদীস কারা'- এই প্রশ্নের সরাসরি জবাবের চাইতে বরং তাদের বিশ্বাস ও কর্মনীতি ফুটে উঠেছে। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, ইমাম আল আশআরী রহ. 'আহলুল হাদীস' ও 'আহলুস সুন্নাহ'কে সমার্থক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যদিও আল আশআরী রহ. কে কেন্দ্র করে পরবর্তীতে যে ধারার উদ্ভব ঘটে, তার একাংশের সাথে আহলুল হাদীসদের মূলনীতিগত পার্থক্য দেখা যায়।

আল শাহরাস্তানী রহ. বলেন,

هم أهل الحجاز هم أصحاب مالك بن أنس وأصحاب محمد بن إدريس الشافعي وأصحاب سفيان الثوري وأصحاب أحمد بن حنبل وأصحاب داود بن علي بن محمد الأصفهاني وإنما سموا أصحاب الحديث لأن عنايتهم بتحصيل الأحاديث ونقل الأخبار وبناء الأحكام على النصوص ولا يرجعون إلى القياس الجلي والخفي ما وجدوا خبرا أو أثرا

তারা হলেন হিজাযের অধিবাসী মালেক ইব্ন আনাস, মুহাম্মাদ ইব্ন ইদরীস আশ শাফেয়ী, সুফিয়ান আস সাওরী, আহমাদ ইব্ন হাম্বল ও দাউদ ইব্ন আলী ইব্ন মুহাম্মাদ আল ইস্পাহানী এর অনুসারীগণ। আর তাদেরকে 'আসহাবুল হাদীস' বলা হয় এ কারণে যে, তাঁরা হাদীস সংগ্রহ ও বর্ণনার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। শরীয়তের নসের আলোকে হুকুম প্রণয়ন করেন এবং 'খবর' বা 'আছার' এর উপস্থিতিতে তারা প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য কোনো ধরনের কিয়াসের (যুক্তিতর্ক) আশ্রয় নেন না (Al Shahrastānī 1992, 1/217)।

উভয়ের লেখা বিশ্লেষণ করলে হাদীসপন্থি বা আহলুল হাদীসের কয়েকটি গুরুত্বপুর্ণ বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়:

এক. আহলুল হাদীস বা হাদীসপন্থিগণ হাদীস সংগ্রহ, বর্ণনা ও এ সর্ম্পকিত অন্যান্য বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন।

দুই. বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হাদীসকে তাঁরা কোনো অযুহাতে প্রত্যাখান করেন না।

তিন. হাদীসের পাশাপাশি কোনো খবর [১] বা আছার পেলেও তাঁরা সেক্ষেত্রে কোনো ধরনের কিয়াসের আশ্রয় নেন না।

মুসলিম স্কলারদের মধ্যে যাদের চিন্তার কেন্দ্রবিন্দুতে এই বৈশিষ্ট্য সামগ্রিকভাবে উপস্থিত আছে, তাঁদেরকেই মূলত হাদীসপন্থি হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। প্রবন্ধে 'হাদীসপন্থি', 'হাদীসবিদ', 'হাদীসশাস্ত্রবিদ'- ইত্যাদি শব্দকে একই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। সেই সাথে হাদীসপন্থিদের আলোচনায় সাহাবীদের বক্তব্যও তুলে ধরা হয়েছে। কেননা উম্মতের মধ্যে কেউ যদি সত্যিকার অর্থেই 'হাদীসপন্থি' উপাধি পাওয়ার যোগ্যতা রাখে, তবে তাদের মধ্যে অবশ্যই সাহাবীদের উল্লেখ থাকতে হবে। মুসলিমদের ঐকমত্যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ এর হাদীস মনপ্রাণ দিয়ে গ্রহণ করা ও মানার ব্যাপারে তাঁদের চেয়ে অগ্রগামী আর কেউ হতে পারে না।

---

১. 'খবর' সম্পর্কে ইবনু হাজার রহ. বলেন,

الخبر عند علماء هذا الفن - أي: علماء الحديث - مرادف للحديث، وقيل: الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر: ما جاء عن غيره، وقيل: بينهما عموم وخصوص مطلق . فكل حديث خبر من غير عكس.

হাদীসশাস্ত্রের আলেমদের নিকট 'খবর' শব্দটি হাদীসের সমার্থক। কেউ কেউ বলেন, নবী সা. থেকে যা বর্ণিত হয়েছে তা হচ্ছে 'হাদীস'। আর অন্যান্যদের (যেমন সাহাবী, তাবেয়ী) থেকে যা বর্ণিত হয়েছে তা হলো 'খবর'। আবার বলা হয়, উভয়ের মাঝে 'ব্যাপকতা-নির্দিষ্টতা'র সম্পর্ক। সুতরাং প্রত্যেক হাদীসই খবর কিন্তু প্রত্যেক খবর হাদীস নয় (Ibn Ḥajar 2011, 36- 37)।

হাদীসের অর্থবিচার

একটি হাদীসকে বিশুদ্ধ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার ক্ষেত্রে হাদীসশাস্ত্রবিদগণ দুটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দিয়ে থাকেন। যথা:

এক : السند। তথা বর্ণনাসূত্র (Chain of transmission).

দুই : المتن। তথা মূল বক্তব্য (Main text)

সনদ বিশ্লেষণের সময় বর্ণনাকারীদের সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করা হয়। যেমন, তিনি সত্যবাদী ছিলেন নাকি মিথ্যাবাদী, স্মৃতিশক্তি ভালো ছিলো নাকি দুর্বল, হাদীস বর্ণনায় অনিচ্ছাকৃত ভুল হতো কিনা, তাঁর শিক্ষকগণ কারা ছিলেন, তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে অন্য কেউ তাঁর বর্ণিত হাদীস বর্ণনা করেছেন কিনা, বর্ণনার সময় কোনো অস্পষ্টতা রেখেছেন কিনা ইত্যাদি। যদিও হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণে হাদীসপন্থিগণ সনদ যাছাই বাছাইয়ের দিকে বেশি মনোযোগ দিয়েছিলেন, কিন্তু হাদীসের মূল বক্তব্য বিশ্লেষণের দিকেও তাঁদের সতর্ক দৃষ্টি ছিলো। হাদীসের সূক্ষ্ম ও গোপন ত্রুটি (علل) সংক্রান্ত তাঁদের রচিত বিভিন্ন গ্রন্থাবলিতে এর প্রমাণ বিদ্যমান। এসম্পর্কে ইমাম আন নববী রহ. বলেন,

قد يصح أو يحسن الإسناد دون المتن لشذوذ أو علة.

> কখনো কখনো সূক্ষ্ম ত্রুটি ও ব্যতিক্রমধর্মী হওয়ার কারণে হাদীসের মূল বক্তব্য (মতন) ছাড়াই সনদ বিশুদ্ধ (সহীহ) অথবা উত্তম (হাসান) হতে পারে (Al Nawawī 1985, 29)।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সনদ বিশুদ্ধ হবার পরেও হাদীসের মূল বক্তব্যে সমস্যা থাকতে পারে- এমন ধারণা হাদীসশাস্ত্রবিদদের মাঝে বিদ্যমান ছিল। হাদীসের **'মতন'** বিশ্লেষণের অন্যতম অংশ হচ্ছে এর **'অর্থ'** (Meaning) বিশ্লেষণ বা **'অর্থবিচার'**। এই অর্থবিচারের সময় সাধারণত দেখা হয়, হাদীসটি ইসলামের সামগ্রিক শিক্ষা বা মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্যশীল কিনা, কুরআনের অকাট্য কোনো বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক কিনা, হাদীসটি বহুল প্রচারিত কোনো সুন্নাহর বিরোধী কিনা, বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে হাদীসটি গ্রহণীয় কিনা ইত্যাদি। হাদীসপন্থি বিশেষজ্ঞ ও আধুনিক চিন্তকবৃন্দ কিভাবে হাদীসের 'মতন' অংশের অর্থবিচারের দিকটি নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছেন এবং এর উপর ভিত্তি করে হাদীসের শুদ্ধ-অশুদ্ধতা নির্ণয় করেছেন- তা নিয়েই প্রবন্ধের আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

অর্থবিচারে হাদীসের অগ্রহণযোগ্যতা নিরূপণে হাদীসপন্থিদের মানদণ্ড

অর্থ বিবেচনায় কোনো হাদীসকে প্রত্যাখান কিংবা অশুদ্ধ বলে রায় দেয়ার ক্ষেত্রে হাদীসপন্থি আলেমগণ কিছু মানদণ্ডের (Criteria) উপর নির্ভর করেছেন। সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হল:

এক. কুরআনের সুস্পষ্ট বাণী সামনে রাখা

হাদীসটির অর্থ কুরআনের সুস্পষ্ট কোনো আয়াতের বিরোধী হতে পারবে না। কেননা কুরআন ও হাদীস উভয়ই ওহী (Revealaton)। তবে কুরআন মুতাওয়াতির ও অকাট্য। হাদীস বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই মুতাওয়াতির[২] নয় বরং আহাদ[৩]। সাহাবীদের সময়কাল হতেই এই মানদণ্ডের ব্যবহার দেখা যায়। পরবর্তীতে এটা অন্যতম মানদণ্ড হিসেবে পরিণত হয়।

সাহাবীদের সময়কাল পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তাঁরা বিভিন্ন সময়ে কোনো সাহাবীর একক বর্ণনাকে সত্যায়ন করেননি এই আংশকায় যে তা কুরআনের সরাসরি নির্দেশের বিরোধী হতে পারে। এরকম কিছু নমুনা নিচে তুলে ধরা হলো:

قالَ عُمَرُ: لا نَتْرُكُ كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ، لا نَدْرِي لَعَلَّهَا حَفِظَتْ، أَوْ نَسِيَتْ، لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ؛ قالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}

> উমর রা. বলেন, আমরা আল্লাহর কিতাব এবং আমাদের নবী ﷺ এর সুন্নাত এমন একজন মহিলার উক্তির কারণে ছেড়ে দিতে পারি না যার ব্যাপারে আমরা জানি না, সে স্মরণ রাখতে পেরেছে নাকি ভুলে গেছে! তার জন্য বাসস্থান ও খোরপোষ আছে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "তোমরা তাদেরকে তাদের বাসগৃহ থেকে বহিষ্কার করে দিওনা এবং তারাও যেন ঘর থেকে বের না হয়। তবে তারা স্পষ্ট কোন অশ্লীলতায় লিপ্ত হলে ভিন্ন কথা"(Muslim 1991, 1480)

এখানে দেখার বিষয়, উমর রা. আল্লাহর কুরআনে যে বিধান বর্ণিত আছে, তার সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ার কারণে একজন সাহাবীর বর্ণিত হাদীসকে ইসলামী আইন হিসেবে গ্রহণ করেননি এবং হাদীসের বিশুদ্ধতা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করে বলেছেন : لا نَدْرِي لَعَلَّهَا حَفِظَتْ، أَوْ نَسِيَتْ

ইব্ন আব্বাস রা. বলেন,

---

২ . মুতাওয়াতির হাদীসের পরিচয় দিতে গিয়ে 'আল মানার প্রণেতা বলেন:

هو الخبر الذي رواه قوم لا يحصى عددهم ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب ويدوم هذا الحد فيكون آخره كأوله وأوله كآخره وأوسطه كطرفيه

মুতাওয়াতির হাদীস হলো, যা এমন একদল লোক বর্ণনা করেছেন যাদের সংখ্যা নিরূপণ করা যায় না এবং মিথ্যার ওপর তাদের ঐকমত্য হওয়ার ধারণা করা যায় না। আর এ বর্ণনার ধারাবাহিকতা সর্বদা বহাল থাকবে। ফলে এমন হবে যেন তার শেষ শুরুর মতো, শুরু শেষের মতো এবং মাঝের অবস্থা হবে দুই পাশের মত (অর্থ্যাৎ সর্বাবস্থায় বর্ণনাকারীদের এমন আধিক্য বজায় থাকবে) (Al Mullā Jiyūn 2015, 2/75)।

৩ . আহাদ হাদীসের সংজ্ঞায় শায়খুল ইসলাম ইব্ন হাজার রহ. বলেন,

الخبر الحديث إما أن يكون له طرق أسانيد بلا عدد معين أو مع حصر بما فوق الإثنين أو بهما أو بواحد فالأول المتواتر ... والثاني المشهور... والثالث العزيز ..والرابع الغريب . .. وسوى الأول آحاد

'হাদীসের হয় অনির্দিষ্ট সংখ্যক ইসনাদ (বর্ণনাসূত্র) থাকবে অথবা নির্দিষ্ট সংখ্যক। নির্দিষ্ট সংখ্যক বর্ণনাসূত্র হয় দুইয়ের বেশি হবে অথবা দুইটি হবে অথবা একটি হবে। প্রথম প্রকারটি হল মুতাওয়াতির। দ্বিতীয় প্রকারটি হল মাশহুর। তৃতীয় প্রকারটি হল আযীয এবং চতুর্থ প্রকারটি হল গারিব। প্রথম প্রকার ছাড়া বাকি সবই আহাদ হাদীস। (Ibn Ḥajar 2006, 81)

فلما أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول وا أخاه وا صاحباه فقال عمر ﷺ يا صهيب أتبكي علي وقد قال رسول الله ﷺ إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه قال ابن عباس ﷺ فلما مات عمر ﷺ ذكرت ذلك لعائشة ﷺ فقالت رحم الله عمر والله ما حدث رسول الله ﷺ إن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه ولكن رسول الله ﷺ قال إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه وقالت حسبكم القرآن {ولا تزر وازرة وزر أخرى} قال ابن عباس ﷺ عند ذلك والله {هو أضحك وأبكى} قال ابن أبي مليكة والله ما قال ابن عمر ﷺ شيأ.

যখন উমর রা. আহত হলেন, তখন সুহাইব তাঁর কাছে এসে কাঁদতে লাগলেন, হায় আমার ভাই! হায় আমার বন্ধু! এতে উমর রা. তাঁকে বললেন, তুমি আমার জন্য কাঁদছ! অথচ আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, মুমিন (মৃত) ব্যক্তিকে তাঁর পরিবার পরিজনের কান্নার কারণে আযাব দেয়া হয়। উমর রা. এর মৃত্যুর পরে আমি আয়েশা রা. এর কাছে উমরের কথা উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, আল্লাহ উমর কে রহম করুন। আল্লাহর কসম! আল্লাহর রাসূল ﷺ এ কথা বলেননি যে, মুমিন (মৃত) ব্যক্তিকে তাঁর পরিবার পরিজনের কান্নার কারণে আযাব দেয়া হয়। বরং তিনি বলেছিলেন, আল্লাহ মৃত কাফিরদের পরিবারের কান্নার কারণে আযাব বাড়িয়ে দেন। এরপর আয়েশা রা. বললেন, তোমাদের জন্য কুরআনের (এ আয়াত) যথেষ্ঠ : لا تزر وازرة وزر أخرى (কোনো ভারবহনকারী অন্যের ভার বহন করবে না) [সূরা আল আনআম : ৬৪]। তখন ইব্ন আব্বাস বললেন, আল্লাহই 'বান্দাকে হাসান এবং কাঁদান' (সূরা আন নাজম : ৪৩)। রাবী ইব্ন আবী মুলাইকা বলেন, আল্লাহর কসম! এ কথা শুনে ইব্ন উমর রা. কোন মন্তব্য করলেন না (Al Bukhārī 1422H, 1288)।

এই হাদীসে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, উমর রা. এর বর্ণনাকৃত উক্ত হাদীসের ব্যাপারে উম্মুল মু'মিনিন আয়েশা রা. সন্তুষ্ট হননি বরং তিনি বর্ণনার মধ্যে যে অস্পষ্টতা রয়ে গিয়েছিল তা স্পষ্ট করেছেন এবং কুরআনের আয়াতকে সামনে এনে বোঝাতে চেয়েছেন যে, কেনো এই বর্ণনা সমস্যাযুক্ত। অপর সাহাবী ইব্ন আব্বাস রা. কুরআনের আয়াত উপস্থাপন করে আয়েশা রা. এর সাথে একমত পোষণ করেছেন। ইমাম ইব্ন তাইমিয়াহ রহ. একটি হাদীসের ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন,

ويروون عن النبى انه قال سب أصحابى ذنب لا يغفر ويقولون إن سب الصحابة فيه حق لآدمى فلا يسقط بالتوبة وهذا باطل لوجهين .أحدهما أن الحديث كذب بإتفاق أهل العلم بالحديث وهو مخالف للقرآن والسنة والإجماع فإن الله يقول فى آيتين من كتابه ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وبهذا إحتج أهل السنة على أهل البدع الذين يقولون لا يغفر لأهل الكبائر إذا لم يتوبوا وذلك ان الله قال يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر

الذنوب جميعا وهذا لمن تاب فكل من تاب تاب الله عليه ولو كان ذنبه أعظم الذنوب وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.

তারা নবী ﷺ এর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন যে, তিনি ﷺ বলেছেন, আমার সাহাবীদের গালি দেওয়া এমন পাপ, যা ক্ষমা করা হবে না। তারা আরো বলেন, সাহাবীদের গালি দিলে মানুষের অধিকার নষ্ট হয়, যা তওবার মাধ্যমে মিটে যাবে না। এই কথা বাতিল দুই কারণে। এক. বিশেষজ্ঞদের ঐকমত্যে এই হাদীস বানোয়াট এবং কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা'র বিরোধী। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ শিরকের পাপ ক্ষমা করবেন না এবং তা ছাড়া অন্য যে কোনো পাপ তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন'। বিদাতীদের মধ্যে যারা বলে, তওবাহ না করলে পাপমোচন হয় না - তাদের বিরুদ্ধে এই আয়াত দিয়েই আহলে সুন্নাহগণ জবাব দিয়ে থাকেন। আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, আপনি বলে দিন, হে আমার বান্দারা! তোমরা যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছ তারা আমার রহমত থেকে হতাশ হয়ো না, নিশ্চয় আল্লাহ সকল পাপ ক্ষমা করে দেবেন (Ibn Taimiyya 2004, 7/683)।

শায়খ নাসির উদ্দিন আলবানী রহ. বলেন,

إن الله تعالى لا يعذب حسان الوجوه سود الحدق: قلت : ولست أشك في بطلان هذا الحديث لأنه يتعارض مع ما ورد في الشريعة ، من أن الجزاء إنما يكون على الكسب والعمل { فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره } لا على ما لا صنع ولا يد للإنسان فيه كالحسن أو القبح ، وإلى هذا أشار ﷺ بقوله : " إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ".

নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা সুন্দর চেহারা ও কালো চোখের মানুষকে আযাব দেবেন না'। আমি (আলবানী) বলছি, এই হাদীস বাতিলের ব্যাপারে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই। শরীয়তে যা বর্ণিত আছে, এই হাদীস তার বিপরীত। মানুষের প্রতিফল তার কর্ম ও অর্জনের উপর ভিত্তি করে দেয়া হয়। আল্লাহর বাণী, *যে বিন্দু পরিমাণও ভাল কাজ করবে তা সে দেখতে পাবে, অণুমাত্র খারাপ করলে সেটাও দেখতে পাবে।* যে ব্যাপারে মানুষের কোনো হাত নেই, যেমন সুশ্রী বা কুশ্রী হওয়া ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে দেয়া হয় না। এদিকে ইংগিত করেই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের শরীর, চেহারা এসবের দিকে ভ্রুক্ষেপ করেন না, বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও আমল দেখে থাকেন (Al Albānī 1992, 1/255)।

মিশকাতুল মাসাবীহ এর ভাষ্যকার উবাইদুল্লাহ মুবারকপুরী তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলেন,

ومن وجوه الطعن في حديث ابن مسعود هذا أنه مخالف لكتاب الله لان الله تعالى قال :(فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) و النبيذ ليس بماء...أجاب الجمهور لحديث ابن مسعود هذا بأنه لو كان صحيحا وهو غير صحيح فهو من أحاديث الآحاد فلا يعارض الكتاب.

ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত এই হাদীসটির ত্রুটির একটি কারণ হল, হাদীসটি আল্লাহর কিতাবের বিপরীত। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যদি তোমরা পানি না পাও তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর'। আর নাবিয পানি নয়। ...অধিকাংশ আলেমগণ এই হাদীসের জবাবে বলেন, হাদীসটির সনদ সহীহ হলেও (যদিও তা সহীহ নয়) তা খবরে আহাদ এর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তা কুরআনের বিপরীতে দাঁড় করানো যাবে না (Al Mubarakpūrī ND, 2/181)।

দুই. অধিকতর বিশুদ্ধ ও প্রসিদ্ধ সুন্নাহর বিরোধী না হওয়া

হাদীসের অর্থ যাচাইবাছাই করার সময় যে বিষয়টির দিকে লক্ষ্য করা হয় তা হল, হাদীসের অর্থ যেন তার থেকেও শক্তিশালী ও প্রসিদ্ধ হাদীসের বিপরীত না হয়। হাদীসবিদদের সবাই এ মূলনীতি প্রয়োগ করেছেন। ইমাম আল বুখারী রহ. দুর্বল বর্ণনাকারীদের গ্রন্থপঞ্জীতে উল্লেখ করেন,

حشرج بن نباته سمع سعيد بن جهمان عن سفينة أن النبي ﷺ قال لأبي بكر وعمر وعثمان هؤلاء الخلفاء بعدي وهذا حديث لم يتابع عليه لأن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب قالا لم يستخلف النبي ﷺ.

হাশরাজ ইবনে নুবাতাহ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ আবু বকর, উমর ও উসমানকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, 'আমার পরে এরাই হল খলিফা'। (ইমাম বুখারী বলেন) এই হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা উমর ইব্নল খাত্তাব ও আলী ইব্ন আবী তালিব রা. বলেছেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ খলীফা নিযুক্ত করে যাননি (Al Bukhārī 1986, 42)।

ইব্নল জাওযী রহ. এর জাল হাদীস সংকলনের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আল মাউযুআত (الموضوعات) এই বিষয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। ইব্নল জাওযী রহ. এর পরবর্তী সময়ে যারা অর্থবিচারে হাদীসের শুদ্ধতা যাছাই করেছেন, তাদের সকলেই তাঁর উক্ত গ্রন্থের উপর নির্ভর করেছেন। তিনি আল্লাহর রাসূল ﷺ এর মাতার জীবিত হওয়া সম্পর্কিত হাদীসের ব্যাপারে বলেন,

فَقَالَ ذَهَبْتُ لِقَبْرِ أَتَى آمِنَةَ فَسَأَلْتُ اللَّهَ أَنْ يُحْيِيَهَا فَأَحْيَاهَا فَآمَنَتْ بِي وَرَدَّهَا اللَّهُ عزوجل ". هَذَا حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ بِلا شَكٍّ وَالَّذِي وَضعه قَلِيل الْفَهم عديم الْعلم إِذْ لَو كَانَ لَهُ علم لعلم أَن من مَاتَ كَافِرًا لَا يَنْفَعهُ أَن يُؤمن بعد الرّجْعَة..... وَيَكْفِي فِي رد هَذَا الحَدِيث قَوْله تَعَالَى: (فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ) وَقَوله فِي الصَّحِيح: " اسْتَأْذَنت رَبِّي أَن أَسْتَغْفر لأبي فَلم يَأْذَن لي ".

অতঃপর তিনি ﷺ বললেন, 'আমি আমেনার কবরের পাশে আসলাম। আল্লাহর কাছে দুআ করলাম তিনি যেন তাঁকে জীবিত করে দেন। আল্লাহ তাঁকে জীবিত করে দিলেন। এরপর আমিনা আমার উপর ঈমান আনলেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁকে ফিরিয়ে নিলেন'। এই হাদীসটি কোনো সন্দেহ ছাড়াই বানোয়াট। জ্ঞানবুদ্ধিহীন লোকেরাই এরকম হাদীস বানাতে পারে। সামান্য জ্ঞান থাকলেও এ কথা জানার

কথা যে, কেউ যদি কাফের অবস্থায় মারা যায়, তারপর আবার জীবিত হয়ে ঈমান আনে, তবুও তার এই ঈমান আনায় কোনো উপকার নেই। এই হাদীস প্রত্যাখ্যান করার জন্য আল্লাহর এই বাণীই যথেষ্ট : (فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ)[৪] এবং সহীহ[৫] বর্ণিত হাদীস: اسْتَأْذَنت رَبِّي أَن أَسْتَغْفر لأمي فَلم يَأْذَن لي -আমি আমার রবের কাছে আমার মাতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনার অনুমতি চাইলাম। কিন্তু তিনি আমাকে অনুমতি দেননি (Ibn Al Jawzī 1997, 2/12)।

তিন. মুসলিমদের ঐকমত্য (ইজমা) এর বিরোধী না হওয়া

হাদীসের অর্থটি সার্বিকভাবে ইসলামের শিক্ষা, মূলনীতি ও মুসলিমদের সাধারণ ঐকমতের বিপরীত হতে পারবে না। ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা রয়েছে,

فكان بن عباس إذا حدث قال إذا سمعتموني أحدث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم تجدوه في كتاب الله أو حسنا عند الناس فاعلموا اني قد كذبت عليه

যখন ইব্ন আব্বাস রা. কোন হাদীস বর্ণনা করতেন তখন তিনি আগেভাগে বলে নিতেন, আমি তোমাদের কাছ যদি আল্লাহর রাসূল সা. এর থেকে এমন কোনো হাদীস বর্ণনা করি যা তোমরা আল্লাহর কিতাবে না পাও অথবা মানুষের কাছে 'ভালো' মনে না হয়, তাহলে বোঝবে যে আমি তাঁর ব্যাপারে ভুল কথা বলেছি (Al Dārimī 2000, 477)।

তবে 'মানুষের কাছে ভালো মনে না হওয়া'র ব্যাপারটি কিসের ভিত্তিতে হতে পারে সে বিষয়ে কিছুটা দুর্বোধ্যতা থেকেই যায় (Brown 2012, 375)।

শায়খ নাসির উদ্দিন আলবানী রহ. বলেন,

من أصبح يوم الجمعة صائما، وعاد مريضا، وأطعم مسكينا، وشيع جنازة، لم يتبعه ذنب أربعين سنة... ثم إن المحققين من العلماء قديما وحديثا لا يكتفون حين الطعن في الحديث الضعيف سنده على جرحه من جهة إسناده فقط، بل كثيرا ما ينظرون إلى متنه أيضا فإذا وجدوه غير متلائم مع نصوص الشريعة أو قواعدها لم يترددوا في الحكم عليه بالوضع، وإن كان السند وحده لا يقتضي ذلك كهذا الحديث، فإن فيه أن فعل هذه الأمور المستحبة في يوم الجمعة سبب في أن لا يسجل عليه ذنب أربعين سنة ! وهذا شيء غريب لا مثيل له في الأحاديث الصحيحة فيما أذكر الآن.

যে ব্যক্তি জুমআর দিনে রোযা রাখে, অসুস্থকে দেখতে যায়, মিসকীনকে খাবার দেয় ও মৃত ব্যক্তিকে বিদায় জানাতে তার জানাযার পিছু পিছু যাবে, তার আগামী চল্লিশ বছরে কোন পাপ হবে না। (হাদীসের সনদ নিয়ে আলোচনার পরে তিনি বলেন) অতঃপর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বিশেষজ্ঞ আলেমগণ কোনো হাদীসের ত্রুটি বের করার

৪. অতঃপর সে যদি কাফের অবস্থায় মারা যায় তাহলে তার দুনিয়া ও আখেরাতের সব আমলই বরবাদ হয়ে যাবে ... (Al Qurān, 2 : 217)

৫. সহীহ মুসলিম

সময় শুধু তার বর্ণনাসূত্রের উপরই নির্ভর করতেন না। বরং তাঁরা হাদীসের মূল বক্তব্যের দিকেও খেয়াল রাখতেন। যদি তাঁরা সেখানে এমন কিছু পেতেন যা শরীয়তের নস বা মুলনীতির সাথে অসামঞ্জস্যশীল তাহলে তারা হাদীসটিকে বানোয়াট বলতে দ্বিধা করতেন না। জুমআর দিনে কিছু মুস্তাহাব আমল করলে ৪০ বছর আর কোন পাপ হবে না- এটা এমন এক আজব কথা সহীহ হাদীসে যার কোনো নজির নেই (Al Albānī 1992, 2/86)।

অন্যস্থানে তিনি বলেন,

من حسن ظنه بالناس كثرت ندامته : والحديث مع ضعف سنده فإنه باطل عندي لأنه يضمن الحض على إساءة الظن بالناس، وهذا خلاف المقرر في الشرع أن الأصل إحسان الظن بهم.

যে মানুষের ব্যাপারে ভালো ধারণা করে, তার অনুতাপও বৃদ্ধি পায়'। এই হাদীসের বর্ণনাসূত্র দুর্বল এবং আমার কাছে বাতিল। কেননা হাদীসটি মানুষের প্রতি কুধারণার উৎসাহ দেয়- যা শরীয়তের স্বীকৃত নীতির বিরোধী। মূলনীতি হচ্ছে, মানুষের ব্যাপারে সুধারণা রাখা (Al Albānī 1992, 3/293)।

চার. অকাট্য জ্ঞানবুদ্ধির বিরোধী না হওয়া

ইমাম আস সূয়ূতী রহ. স্বীয় গ্রন্থে ইব্নল জাওযী রহ. এর উদ্ধৃতি উল্লেখ করেন:

وقال ابن الجوزي : ما أحسن قول القائل : إذا رأيت الحديث يباين المعقول أو يخالف المنقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع.

ব্যক্তির এ কথা কতই না সুন্দর যে, যখন তুমি কোনো হাদীস দেখবে যা জ্ঞানবুদ্ধির বিরোধী অথবা মানক্কুল (আল কুরআন ও বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হাদীস) এর বিপরীত কিংবা যা মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক, তখন জানবে হাদীসটি বানোয়াট। (Al Suyūṭī 1415H, 327)

ইব্ন তাইমিয়াহ রহ. এর ফতোয়া সংকলনে উল্লেখ আছে,

سئل رحمه الله عن هذا الحديث "من علمك آية من كتاب الله فكأنما ملك رقك إن شاء باعك وإن شاء أعتقك" فهل هذا فى الكتب الستة او هو كذب على رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ فأجاب : ليس هذا فى شىء من كتب المسلمين لا فى السنة ولا فى غيرها بل مخالف لاجماع المسلمين فإن من علم غيره لا يصير به مالكا إن شاء باعه وإن شاء أعتقه ومن إعتقد هذا فإنه يستتاب.

ইমাম ইব্ন তাইমিয়াহ রহ. কে এই হাদীস সম্পর্কে প্রশ্ন করা হল, 'যে তোমাকে একটি আয়াত শিক্ষা দিল সে যেন তোমার মালিক হয়ে গেল। ইচ্ছা করলে তোমাকে বিক্রি করতে পারে, চাইলে তোমাকে মুক্ত করে দিতে পারে'। তিনি রহ. বলেন, 'এটা না কুরআনে আছে আর না সুন্নাহতে আছে! বরং এটা মুসলিমদের ইজমার বিপরীত যে, কেউ কাউকে কোনোকিছু শিক্ষা দিলেই তার মালিক হয়ে যাবে, মন

চাইলে মুক্ত করবে বা বিক্রি করে দিবে। বরং যে এই বিশ্বাস রাখবে তাকে তওবা করানো হবে (Ibn Taimiyya 2004,18-345)।

ইব্নল কাইয়্যিম রহ. পুরো বিষয়টিকে এভাবে তুলে ধরেন,

وسئلت: هل يمكن معرفة الحديث الموضوع بضابط من غير أن ينظر في سنده؟ فهذا سؤال عظيم القدر وإنما يعلم ذلك من تضلع في معرفة السنن الصحيحة واختلطت بلحمه ودمه وصار له فيها ملكة وصار له اختصاص شديد بمعرفة السنن والآثار ومعرفة سيرة رسول الله ﷺ وهديه فيما يأمر به وينهى عنه ويخبر عنه ويدعو إليه ويحبه ويكرهه ويشرعه للأمة بحيث كأنه مخالط للرسول ﷺ كواحد من أصحابه

আমাকে প্রশ্ন করা হল, এমন কোনো পদ্ধতি আছে কিনা যার মাধ্যমে বর্ণনাসূত্র দেখা ছাড়াই বানোয়াট হাদীস চেনা যায়? (আমি বলছি) এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। যে ব্যক্তি বিশুদ্ধ হাদীসে এমন পারদর্শিতা রাখে যেন তা তার রক্তে মাংসে মিশে আছে, তার মধ্যে বিশুদ্ধ সুন্নাহ ও সীরাতকে বোঝার এক বিশেষ যোগ্যতা তৈরি হয় যা দিয়ে সে রাসূলের আদেশ-নিষেধ, পছন্দ-অপছন্দ, উম্মতের জন্য তাঁর নির্দেশনা ইত্যাদি এমনভাবে বুঝতে পারে যেন সে সাহাবীদের মতই রাসূলের আশেপাশে আছে।

এরপর তিনি হাদীসের অর্থ দেখেই বানোয়াট হাদীস চেনার কিছু সূত্র উদাহরণও উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কিছু সূত্র নিচে উল্লেখ করা হলো :

سماجة الحديث وكونه مما يسخر منه.. ومنها: مناقضة الحديث لما جاءت به السنة الصريحة مناقضة بينة..ومنها: أن يكون كلامه لا يشبه كلام الأنبياء فضلا... ومنها: مخالفة الحديث صريح القرآن

হাদীসটির অর্থ এমন অবান্তর হওয়া যা নিয়ে উপহাস করা যায়, বিশুদ্ধসূত্রে বর্ণিত হাদীসের সুস্পষ্ট বিপরীত হওয়া, হাদীসের কথা এমন হওয়া যা নবীদের মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়, হাদীসটি কুরআনের স্পষ্ট বক্তব্যের বিরোধী হওয়া ... ইত্যাদি (Al Jawziya 1970, 43-102)

ইব্নুল কাইয়্যিম রহ. প্রত্যেক নিয়মের সাথে উদাহরণ উপস্থাপন করেছেন। কলেবর বৃদ্ধি পাওয়ার আশংকায় তা সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে।

হাদীসবিদ আল গুমারী রহ. বলেন,

قد يحكمون أحيانا بوضع الحديث لمعنى ينقدح في باطنهم لنفوره منه عند سماعه كما قال النبي ﷺ إذا سمعتُمُ الحديثَ عني تعرفُه قلوبُكم ، و تَلينُ لهُ أشعارُكم و أبشارُكم، و تَرون أنَّهُ منكُم قريبٌ، فأنا أولاكُم به، و إذا سمِعتُمُ الحديثَ عني تُنْكِرُه قلوبُكم، وتنفِرُ منه أشعارُكم و أبشارُكم ، وترون أنَّهُ منكُم بعيدٌ ، فأنا أبعدُكم منهُ ... انظر إلى المقال و لا تنظر إلى من قال ...

বিশেষজ্ঞগণ কখনো কখনো শোনা মাত্রই হাদীসের ভেতরকার অর্থগত সমস্যার কথা বুঝতে পেরে সেটাকে বানোয়াট বলে মন্তব্য করেন। যেমন নবী ﷺ বলেছেন, 'যখন তোমরা আমার থেকে বর্ণিত এমন কোনো হাদীস শুনবে যা তোমাদের অন্তর এর সত্যতা চিনতে পারে এবং তোমরা একে তোমাদের কাছের বলে মনে কর, তাহলে বুঝবে আমিই এর বেশি হকদার (অর্থাৎ, আমিই তা বলেছি)। আর যদি এমন হাদীস শুনতে পাও যেটা শুনলে অন্তরে বিতৃষ্ণা আসে, তোমাদের কাছে অনেক দূরের মনে হয় তাহলে বুঝবে আমিই এরকম কথা বলার থেকে তোমাদের থেকেও দূরে'... (হাদীস যাচাই বাছাই করার সময়) বক্তব্যের দিকে খেয়াল করুন। কে বলছে তার দিকে নয় ...। (Al Ghumārī1982, 136-139)

দেখা যাচ্ছে যে, পূর্বের ও বর্তমানের হাদীস শাস্ত্রবিদগণ কোনো হাদীসকে অর্থের কারণে প্রত্যাখান করার সময় সার্বিকভাবে কুরআনের বাণী, প্রসিদ্ধ হাদীস, উসূল ও মানবীয় জ্ঞানবুদ্ধি ইত্যাদি মানদণ্ডকে সামনে রাখতেন।

আধুনিকতা ও মুসলিম আধুনিকপন্থি

বাংলাতে আধুনিকতা (Modernism) বলতে বোঝায়, আধুনিক মতামত, দৃষ্টিভঙ্গী ও পার্থক্য; (ধর্মতত্ত্ব) ঐতিহ্যকে আধুনিক চিন্তার অধীনীকরণ (Rahim 1993, 486)।

আরবীতে এর প্রতিশব্দ হিসাবে عصرانية ব্যবহৃত হয়। অভিধান অনুযায়ী :

نزعة في الفن الحديث تهدف إلى قطع الصلات بالماضي و البحث عن أشكال من التعبير جديدة

নতুন জ্ঞানবিজ্ঞান ইত্যাদির প্রতি এমন ঝোঁক, যার উদ্দেশ্য হল অতীতের সাথে সম্পর্ক ছেদ করা এবং নতুন ব্যাখ্যা খুঁজে বের করা (Al Ba'alabakī ND, 735)।

মুসলিম আধুনিকপন্থিদের উত্থানের সময়কালটা ছিল ইউরোপীয় উপনিবেশের শেষের দিকে। ইউরোপীয় আলোকায়নের (European enlightenment) দেখানো পথে যে বস্তুবাদী চাকচিক্য ও বিজ্ঞানের আধুনিক দর্শন মুসলিম উপনিবেশিত অঞ্চলে পৌঁছে গিয়েছিল, তার সামনে ধর্মীয় বিশ্বাস, ঐতিহ্য ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ইতিহাস, ধর্ম, ধর্মগ্রন্থ (Scripture) ইত্যাদির ব্যাপারে নানাবিধ সংশয়বাদ (Skepticism) হচ্ছে কথিত এই আলোকায়নের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আধুনিকতার চাহিদা হচ্ছে তা অবশ্যই ধর্ম বা ধর্মীয় ব্যাখ্যা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখবে। ধর্মীয় পরিমণ্ডলে যা অলৌকিক ঘটনা বলে প্রচলিত তাকে প্রকৃতি বিজ্ঞানের (Natural Science) আলোকে ব্যাখ্যা করবে, সৃষ্টির ধর্মীয় বয়ানের বদলে ভূতাত্ত্বিক (geological) বিজ্ঞানে আস্থা রাখবে। আধুনিকতার এই প্রবণতা চার্লস টেইলর সহজে তুলে ধরেন এভাবে যে,

Almost everyone can agree that one of the big differences between us and our ancestors of five hundred years ago is that they lived in an "enchanted" world, and we do not; at the very least, we live in a much less "enchanted" world... Essentially, we become modern by

breaking out of 'superstition' and becoming more scientific and technological in our stance toward our world..

'প্রায় সবাই এই কথায় একমত হবেন যে, ৫০০ বছর আগের পূর্বপুরুষদের ও আমাদের মাঝে পার্থক্যের বড় জায়গাটা হল, তাঁরা একটা যাদুমুগ্ধ পৃথিবীতে বাস করতেন যেটা আমরা করি না। প্রচলিত কুসংস্কার বিদায় করে পৃথিবী সর্ম্পকে আমাদের চিন্তাভাবনাকে আরো বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিময় করে তোলার মাধ্যমেই আমরা আধুনিক হয়ে ওঠি'..(Taylor 2008)

জন এসপোসিতো মুসলিম আধুনিকপন্থিদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেন,

'Islamic modernists asserted the need to revive the Muslim community through a process of reinterpretation or reformulation of their Islamic heritage in light of the contemporary world

'মুসলিম আধুনিকপন্থিরা সমসাময়িক বিশ্বের আলোকে ইসলামী ঐতিহ্যের নতুন ব্যাখ্যা ও পুনর্গঠনের মাধ্যমে মুসলিম সমাজে গতি সঞ্চারের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে তুলে ধরেন' (Esposito 1998, 48)।

মুসলিম আধুনিকপন্থি ধারার শুরু হয়েছে মূলত জামালুদ্দিন আল আফগানী (মৃ: ১৮৯৭ইং), তাঁর মিশরীয় ছাত্র মুফতী মুহাম্মাদ আব্দুহুর (মৃ: ১৯০৫ ইং) হাত ধরে। বিশেষ করে আধুনিকপন্থি ধারায় মুহাম্মাদ আব্দুহুর প্রভাব সীমাহীন। তাঁর চিন্তার বড় অংশই পরবর্তীতে অন্যান্য আধুনিকপন্থি মুসলিমরা গ্রহণ (Addapt) করে নিয়েছিলেন। আব্দুহুর চিন্তাজগত নিয়ে অ্যালবার্ট হুরানি বলেন,

To show that Islam can be reconciled with modern thought, and how it can be, was one of 'Abduh's major purposes… In this line of thought, maslaha gradually turns into utility, shura into parliamentary democracy, ijma' into public opinion; Islam itself becomes identical with civilization and activity, the norms of nineteenth century social thought.. Once the traditional interpretation of Islam was abandoned, and the way open to private judgement, it was difficult if not impossible to say what was in accordance with Islam and what was not. Without intending it, 'Abduh was perhaps opening the door to the flooding of Islamic doctrine and law by all the innovations of the modern world. .

ইসলাম আধুনিকতা চিন্তার সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল এবং কিভাবে তা সামঞ্জস্যশীল হতে পারে- তা দেখানোই ছিল আব্দুহুর অন্যতম উদ্দেশ্য।...এই চিন্তার আলোকে 'মাসলাহা' ধীরে ধীরে 'উপযোগিতা'র অর্থে রূপান্তর হল, 'শুরা' পরিবর্তন হল সংসদীয় গণতন্ত্রে, ইজমা' হয়ে গেল জনসাধারণের মতামত। আর ইসলাম নিজেই উনিশ শতাব্দীর সামাজিক চিন্তা ও মূল্যবোধের আলোকে যে সভ্যতা ও কর্মতৎপরতা গড়ে ওঠেছিল, তার সমার্থক হয়ে উঠল।...যখন ইসলামের ঐতিহ্যবাদী ব্যাখ্যাকে একপাশে সরিয়ে রাখা হল, ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের পথ উন্মুক্ত হয়ে পড়ল, তখন আসলে নির্ণয় করা কঠিন হয়ে গেল যে ইসলামে আসলে কোনটা আছে আর কোনটা

নেই। সম্ভবত মনের অগোচরেই আব্দুহু আধুনিক বিশ্বের নতুন চিন্তাচেতনা দিয়ে ইসলামী বিশ্বাস ও আইনকে ভারাক্রান্ত করার সুযোগ করে দিলেন (Hourani 1983, 144)।

হুরানির এই মূল্যায়ন গুরুত্বের দাবি রাখে। কেননা এই মূল্যায়নের মাধ্যমে ব্যক্তি আব্দুহুসহ অন্যান্য আধুনিকপন্থি মুসলিম চিন্তকদের মনোজগতের একটা কাঠামোরূপ আমাদের সামনে ভেসে ওঠে।

আব্দুহু পরবর্তী সময়ে তাঁর ছাত্র রশিদ রিদা, তাঁর ছাত্র মুহাম্মাদ শালতুত, সংস্কারপন্থী শায়খুল আযহার মুহাম্মাদ আল গাযালীসহ আরো অনেকেই এই চিন্তাধারা প্রসারে ভূমিকা রাখেন। ভারতীয় উপমহাদেশে আধুনিকপন্থি চিন্তাধারার প্রধান ব্যক্তিত্ব ছিলেন সাইয়িদ আহমদ খান (মৃ: ১৮৯৪ ইং)। এদের মাধ্যমেই উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে মুসলিম সমাজে হাদীসের অর্থ বিচারের ব্যাপারে বেশ কিছু নতুন (Unorthodox) চিন্তাভাবনা শুরু হয়। এর পেছনে ছিল তৎকালীন প্রাচ্যবিদগণের অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিযুক্ত হাদীসপাঠের প্রভাব। তাদের মাধ্যমে পশ্চিমা একাডেমিয়ায় এ কথা প্রসিদ্ধি পায় যে, মুসলিমরা হাদীসের অর্থ নিয়ে কোনো চিন্তাই করেনি। প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ প্রফেসর ইগনাজ গোল্ডযিহার (মৃঃ ১৯২১ ইং) এ ব্যাপারে অন্যতম প্রভাব রেখেছেন। তাঁর লেখায় তিনি বলেন,

> Traditions are only investigated in respect of their outward form and judgment of the value of the contents depends on the judgment of the correctness of the isnad. If the isnad to which an impossible sentence full of inner and outer contradictions is appended withstands the scrutiny of this formal criticism, if the continuity of the entirely trustworthy authors cited in them is complete and if the possibility of their personal communication is established, the tradition is accepted as worthy of credit. Nobody is allowed to say: *because the matn contains a logical or historical absurdity I doubt the correctness of the isnad*.
>
> 'হাদীস শুধু বাহ্যিক অবস্থার উপর ভিত্তি করেই যাচাই বাছাই করা হয়। আর বর্ণনাসূত্রের উপর নির্ভর করে হাদীসের ভেতরগত অর্থের অবস্থা বিচার করা হয়। যদি কোনো বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ বিরোধে পূর্ণ হাদীস এই যাচাই বাছাই প্রক্রিয়া উৎরে যায়, যদি বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীদের পরম্পরা ঠিক থাকে এবং তাদের মধ্যে যোগাযোগের প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহলে হাদীসটি গ্রহণীয় বলে বিবেচিত হবে। তখন কারও এ কথা বলার সুযোগ থাকবে না যে, 'যেহেতু হাদীসের মতনে (মূল অর্থে) অযৌক্তিক বিষয় বা ঐতিহাসিক ভ্রম রয়েছে, তাই এর বর্ণনাসূত্রের সত্যতা নিয়ে আমার সন্দেহ আছে' (Goldziher, 2:140-141)।

গোল্ডযিহারের এই মতামত আধুনিকপন্থি মুসলিমদের মনে প্রভাব ফেলে এবং পরবর্তীতে তারাও এই সূত্র ধরেই আলোচনা করতে থাকে। এর ফলে ঐতিহ্যবাহী হাদিসপন্থি আলেমদের কর্মপ্রচেষ্টাকে অসম্পূর্ণ মনে করার প্রবণতা তৈরী হয়।

ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদদের হাতে শুরু হয়ে পরবর্তীতে তাদের দ্বারা প্রভাবিত মুসলিম আধুনিকপন্থিদের মাধ্যমে ইসলামী জ্ঞানজগতে এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। স্বাভাবিকভাবেই আধুনিকপন্থি মুসলিমদের সকলেই একই মত ও পথের ছিলেন না। তাদের অনেকেই হাদীস শাস্ত্রকে সামগ্রিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন না। আবার অনেকেই সার্বিক দিক বিবেচনায় হাদীস গ্রহণযোগ্য মনে করতেন, নিজেদের মতামত শক্তিশালী করতে হাদীস উল্লেখও করতেন। তবে হাদীসের শুদ্ধ-অশুদ্ধ নির্ণয়ে তাঁরা ঐতিহ্যবাহী হাদীসপন্থিদের সাথে একমত ছিলেন না।

অর্থবিচারে হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা নিরূপণে আধুনিকপন্থিদের চিন্তাধারা

হাদীসের অর্থবিচার করতে যেয়ে আধুনিকপন্থিগণ বেশ কিছু বিষয়কে অগ্রাধিকার দিতেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. কুরআন ও আকল (Intellect)

কুরআন ও মানবীয় বিবেকবুদ্ধি আধুনিকপন্থিদের অন্যতম মানদণ্ড। যেমন, বুখারী ও মুসলিমসহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে আল্লাহর রাসূল ﷺ এর যাদুগ্রস্ত হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু মুহাম্মাদ আব্দুহু সূরা ফালাকের তাফসিরে যাদুগ্রস্ত হওয়ার বিষয়টি বিশুদ্ধ বলে মানতে চাননি। তাঁর দৃষ্টিতে এটা কুরআন ও আকলের বিরোধী। আব্দুহুর আলোচনার মূলকথা হল:

ক . কুরআন হচ্ছে মুতাওয়াতির ও অকাট্য। মুশরিকরা আল্লাহর রাসূল ﷺ কে যাদুগ্রস্ত[৬] হওয়ার যে অপবাদ দিত, কুরআনে তার খণ্ডন ও প্রত্যাখান করা হয়েছে। সুতরাং আল্লাহর রাসূল ﷺ এর যাদুগ্রস্ত না হওয়ার বিষয়টি সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত।

খ . যেই হাদীসে যাদুগ্রস্ত হওয়ার ঘটনার উল্লেখ আছে তা খবরে আহাদ তথা মুতাওয়াতির পর্যায়ে পৌঁছেনি এমন বর্ণনা, যা অকাট্য জ্ঞান সাব্যস্ত করে না। খবরে ওয়াহেদ দ্বারা আকীদা সাব্যস্ত হয় না। আল্লাহর রাসূল ﷺ এর 'ইসমত' (নিষ্কলুষতা) আকীদার অংশ। তাঁর যাদুগ্রস্ত হওয়ার বর্ণনাটি নিষ্কলুষতার আকীদাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। যেহেতু খবরে ওয়াহেদ দ্বারা ধারণামূলক জ্ঞান (যন্নী) সাব্যস্ত হয়, তাই এটা দ্বারা আকীদার অকাট্য বিষয়ের বিপরীতে গ্রহণ করা হবে না।

গ. তাঁর যাদুগ্রস্ত হবার বিষয়টি মেনে নিলে একথাও মানতে হয় যে, তিনি এমন কিছু প্রচার করেছিলেন যা তাঁর প্রচার করার কথা ছিল না অথবা এমন কিছু নাযিল হয়েছে বলে বলেছিলেন যা আসলে নাযিল হয়নি। এতে যেন মুশরিকদের সেই অপবাদেরই সত্যায়ন হয়ে যায়।

---

৬ . কুরআনে উল্লেখ হয়েছে,

يَقُوْلُ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا

'জালিমরা বলে, তোমরা তো কেবল এক যাদুগ্রস্ত লোকের অনুসরণ করছ..' (Al Qurān, 17:47)

এভাবে পরপর যুক্তি সাজিয়ে তিনি সিদ্ধান্তে আসেন,

علينا أن نفوض الأمر في الحديث و لا نحكمه في عقيدتنا و نأخذ بنص الكتاب و بدليل العقل

সুতরাং আমাদের উচিত হচ্ছে হাদীসের বিষয়টি ছেড়ে দেয়া এবং আকীদার কোনো হুকুম না নেয়া। আমরা কুরআনের নস ও আকলের দলীল গ্রহণ করব ('Abduhu1341H,183)।

২. আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান

শায়খ মুহাম্মাদ আব্দুহুর অন্যতম ছাত্র শায়খ রশিদ রিদা সহীহ বুখারীতে বর্ণিত একটি হাদীসের ব্যাপারে মন্তব্য করেন,

وأقول:إن هذه القاعدة صحيحة عند المحدثين والأصوليين جميعًا , ولكن قلمن عني بتحكيمها في الأحاديث الشاذة المتون بمخالفة القطعيات حتى الحسية منها كحديث أبي ذر ﷺ في غروب الشمس , وكونها تكون مدة غيابها عن الأرض ساجدة تحت العرش تستأذن ربها في العودة إلى الطلوع إلخ , وهو متن مخالف للحس , فإن الشمس لا تغيب عن الأرض كلها طرفة عين , وإنما تغرب عن قوم وتطلع على آخرين، وهذا مشاهد معلوم بالقطع.

আমি বলি, এই নিয়মটি হাদীসবিদ ও উসূলবিদ সবার কাছে গ্রহণীয়। কিন্তু অনেক শায ও অকাট্যজ্ঞান বিরোধী হাদীসের উপরে খুব কম সময়েই এই নিয়ম প্রয়োগ হয়েছে। যেমন আবুযার গিফারী রা. থেকে বর্ণিত সূর্য অস্ত যাওয়ার হাদীস- যেখানে বলা হয়েছে, সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় আরশের নিচে সিজদা দেয় এবং আল্লাহর কাছে উদয় হওয়ার অনুমতি চায় ..। এই হাদীসটির 'মতন' অনুভূতিগ্রাহ্য জ্ঞানের সম্পূর্ণ বিরোধী। সূর্য এক পলকের জন্যও যমীন থেকে অস্ত যায় না। বরং শুধু এক জনগোষ্ঠীর আড়ালে যায় আবার আরেক জনগোষ্ঠীর উপর উদিত হয়। এটা অকাট্য চাক্ষুষ বিষয় (Riḍā 1336 H, 742)।

এছাড়াও রশিদ রিদা কিয়ামতের আলামত সংক্রান্ত হাদীস, দাজ্জাল, মাহদী, ঈসা আ. এর পুনরাবির্ভাব সংক্রান্ত সকল হাদীসই অস্বীকার করেন (Khair ābādī 2011, 103-120)। তবে অন্যান্য আধুনিকপন্থিদের সাথে শায়েখ রশিদ রিদা রহ. এর পার্থক্য হচ্ছে, তিনি কিছু ক্ষেত্রে হাদীসের অর্থ অগ্রহণযোগ্য হিসাবে অভিহিত করার সাথে সাথে উক্ত হাদীসের (তাঁর দৃষ্টিতে) বর্ণনাসূত্রের সমস্যা তুলে ধরেছেন যা রক্ষণশীল হাদীসশাস্ত্রবিদদের অলিখিত আচরিত নীতি [৭]।

সাতটি আজওয়া খেজুর খেলে ঐদিন বিষে কোনো ক্ষতি হবে না [৮]- এ মর্মে বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত একটি হাদীসকে প্রখ্যাত মিসরীয় চিন্তাবিদ আহমাদ আমীন 'আকল'

৭. وإن لنا في هذا الحديث كلمتين : (إحداهما) في سنده ..... (الثانية) في متنه

৮. مَن تَصَبَّحَ بسَبْعِ تَمَراتٍ عَجْوَةً، لَمْ يَضُرَّهُ ذلكَ اليومَ سُمٌّ، ولا سِحْرٌ

ও বাস্তবতার বিপরীত বলে মন্তব্য করেন। তিনি আরো বলেন যে, হাদীস শাস্ত্রবিদগণ ইসলামের মৌলিক নীতিমালা নিয়ে গুরুত্বের সাথে ভাবলে শুধুমাত্র সনদ বিশুদ্ধ হওয়ার কারণে হাদীসটি 'সহীহ' বলে মন্তব্য করতেন না [৯] (Amīn 2013, 301)। তাঁর এই মন্তব্য মূলত আধুনিকপন্থিদের চিন্তাধারার অন্যতম প্রতিফলন।

৩. ঐতিহাসিক বাস্তবতা ও প্রভাব (Historicism)

নারীকে রাষ্ট্রের প্রধান নিযুক্ত করলে কোনো জাতি সফলকাম হতে পারবে না [১০]- এই অর্থে বর্ণিত হাদীসের ব্যাপারে শায়খুল আযহার মুহাম্মাদ আল গাযালী বিভিন্ন ঐতিহাসিক বাস্তবতা ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা (Personal anecdote) তুলে ধরে দীর্ঘ আলোচনা করেন। আলোচনার মূল কথা হলো :

১- কুরআনে রানী বিলকিসের রাজত্বের কথা উল্লেখ আছে। সেখানে শুধু তার পৌত্তলিকতার নিন্দা করা হয়েছে, রাজত্বের নয়।

২- ইংরেজরা রাণী ভিক্টোরিয়ার সময় উন্নতির শিখরে (Pinnacle Moment) পৌঁছেছিল। আর এখন তাদের প্রধানমন্ত্রীও একজন মহিলা [১১] যার সময়ে ইংরেজদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এসেছে।

৩- ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী গোল্ড মায়ার (Golda Meir) এর নেতৃত্বে ইসরাইলি বাহিনী আরব 'দাঁড়ি-মোচ'ওয়ালা পুরুষদেরকে মাত্র ৬ দিনের যুদ্ধে নাকানিচুবানি খাইয়েছে [১২]।

এই ঐতিহাসিক বিষয়গুলো আলোচনা করে তিনি প্রশ্ন রাখেন, হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী নারীকে রাষ্ট্রের কর্ণধার করার কারণে যে দুঃখ দুর্দশায় এইসব জাতির পড়ার কথা ছিল তাতে তারা পড়ল না কেন [১৩]। পরে তিনি হাদীসটিকে বরং পরিস্থিতির আলোকে তৎকালীন পারস্য জাতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে সিদ্ধান্ত দেন (Al Gazālī ND, 52-58)।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় হাদীসটির বাহ্যিক অর্থের ব্যাপারে তিনি কৈফিয়তমূলক অবস্থান গ্রহণ করেছেন ।

মিসরীয় চিন্তাবিদ আব্দুল জাওয়াদ ইয়াসিন সহীহ বুখারীতে বর্ণিত একটি হাদীসকে 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' হিসাবে আখ্যায়িত করেন। তার ভাষায়, ইমাম বুখারী রহ. তাঁর সহীহ গ্রন্থে 'আহলে সুন্নাহ' বিরোধী অন্যান্য দল ও শিয়াদের বিরোধীতা

৯. وربما لو امتحن الحديث بمحكِّ أصول الإسلام لم يتَّفق معها وإن صحَّ سنده....

১০. لا يفلح قومٌ ولَّوا أمرَهم امرأةً..

১১. মার্গারেট থ্যাচার (Margaret Thatcher) যিনি ১৯৭৯ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।

১২. .....إن إمرأة يهودية هي التي قادت قومها و أذلت نفرا من الساسة العرب لهم لحي و شوارب في حرب الأيام الستة و في حروب تالية

১৩. فأين الخيبة المتوقعة لمن اختار هؤلاء النسوة

করতে যেয়ে সরাসরি মুয়াবিয়া রা. এর মর্যাদা সম্পর্কিত হাদীস না আনতে পারলেও পরোক্ষভাবে বনী উমাইয়াদের পক্ষে যায় এমন হাদীস এনেছেন [১৪]। এরপর তিনি উদাহরণ হিসাবে সহীহ বুখারীতে উল্লেখিত মুসলিমদের প্রথম সমুদ্র অভিযান ও তাতে অংশগ্রহণকারীদের ক্ষমার ঘোষণা সম্পর্কিত হাদীসকে উল্লেখ করেন। তিনি পরোক্ষভাবে এটা 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' হাদীস হিসাবে উল্লেখ করেন। কেননা এতে মুয়াবিয়া রা. পুত্র ইয়াজিদ অংশগ্রহণ করেছিল। তিনি মনে করেন ইয়াজিদের জুলুম নির্যাতনকে হালকা করতে এই হাদীসের অবতারণা করা হয়েছে (Yasīn 1998, 263-69)।

সিরিয়ান আধুনিকপন্থি ওয়ুন জাকারিয়া বুখারীতে উল্লেখিত কাব ইবনে আশরাফ, ইব্ন আবী আল হুকাইক ও ইব্ন খাতালকে হত্যার হাদীসকে 'মত প্রকাশের স্বাধীনতার বিরোধী' হওয়ার কারণে অস্বীকার করেন। তার মতে এই হত্যাকাণ্ডগুলো সাহাবীরা বিভিন্ন আন্তকোন্দল (উটের যুদ্ধ, সিফফীনের যুদ্ধ ইত্যাদি) কিংবা গোত্রীয় রাজনীতির কারণে ঘটিয়ে আল্লাহর রাসূল সা. এর নামে চালিয়ে দিয়েছেন। তিনি একইসাথে ইমাম বুখারী রহ. কে এ ধরনের হাদীস স্বীয় 'সহীহ' গ্রন্থে স্থান দেয়ারও কঠোর সমালোচনা করেন [১৫] (Oūzūn 2004, 58-63)।

সার্বিক পর্যবেক্ষণ :

(১)ঐতিহাসিকভাবে দেখা যায়, হাদীস বিশারদগণ অর্থবিচারে হাদীসের অগ্রহণযোগ্যতা নিরূপণ করলেও তাঁদের ঝোঁক বর্ণনা সূত্রের দিকে তুলনামূলক বেশি ছিল। হাদীসবিদদের মূল আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু ছিলো, কোনো বর্ণনাসূত্র বিশুদ্ধভাবে সরাসরি আল্লাহর রাসূল ﷺ পর্যন্ত পৌঁছেছে কিনা তা পরীক্ষা করা। কেননা স্বাভাবিকভাবেই কারো থেকে কোনো বক্তব্য যদি প্রমাণিত না হয়, তাহলে তার বক্তব্যের অর্থ নিয়ে আলোচনার প্রয়োজনই পড়ে না। যেমন প্রবাদে বলা হয়, 'সিংহাসন প্রমাণ কর, তারপর তাতে নকশা আকাঁও' (ثبت العرش ثم انقش)। আগে সঠিকভাবে বিশুদ্ধসূত্রে রাসূল ﷺ পর্যন্ত হাদীসটি প্রমাণিত হোক, তারপর প্রয়োজন হলে অর্থের দিকে নজর দেয়া যাবে। মুহাদ্দিসরা এই কর্মনীতিই বেশীরভাগ ক্ষেত্রে অবলম্বন করেছেন। তবে উপরে যেমন দেখানো হয়েছে যে, হাদীস শাস্ত্রবিদগণ হাদীসের অর্থ বিচার থেকে একেবারেই উদাসীন ছিলেন না যেমনটা অধিকাংশ প্রাচ্যবিদগণ ও তাদের দ্বারা প্রভাবিত আধুনিকপন্থিগণ মনে

১৪. و من ثم فاذا كان البخاري قد وجد نفسه يرفض "إسناديا" أحاديث معاوية فقد وجد نفسه يقبل "موضوعيا" أحاديث تؤيد الرؤية الأموية المناقضة للتشيع و سائر الفرق الأخرى الخارجة على "نطاق " السنة و الجماعة

১৫. و إن من نفذ تلك الأعمال ونسبها إلى الرسول الكريم مفعما بالعصبية والطائفية والقبلية التي لم تلبث إلا أن ظهرت بعد انتقال النبي(ص) إلى الرفيق الأعلى في معارك وفتن طاحنة كموقعتي الجمل صفيين و موقعة الحرة و غيرها

করে থাকেন। মুহাদ্দিসদের 'মতন' পর্যালোচনা সংক্রান্ত গ্রন্থাদি ঘাঁটলে এ সর্ম্পকিত আরো বেশ কিছু উদাহরণ পাওয়া যাবে। কিন্তু এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, মুহাদ্দিসদের হাদীস পর্যালোচনা পদ্ধতিতে এই পন্থার প্রয়োগ ব্যাপকভাবে ঘটেনি। অর্থবিচারে কোনো হাদীস পরিত্যাগ করার ক্ষেত্রে সুন্নী হাদীসবিশারদগণ খুবই সর্তকতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁরা পারতপক্ষে কোনো হাদীসকে শুধুমাত্র অর্থের বিচারে 'সন্দেহযুক্ত' বা 'অশুদ্ধ' বলতে চান না। তাঁরা একই বিষয়ে বর্ণিত অন্যান্য হাদীসের সাথে মিলিয়ে দেখেন। হতে পারে অন্য হাদীসে অতিরিক্ত এমন কোনো তথ্য আছে যা হাদীসের বাহ্যিক সমস্যার সমাধান করে দেয়। যেমন : বর্ণনাকারীর অনিচ্ছাকৃত কোন ভুল ধরা পড়া, হাদীসটির বিশেষ কোনো প্রেক্ষাপট থাকা, রহিতকরণের কোনো ইঙ্গিত থাকা ইত্যাদি। এছাড়া কোনো হাদীসের অর্থ সমস্যাযুক্ত মনে হলে সাধারণত মুহাদ্দিসগণ উক্ত হাদীসের বর্ণনাসূত্রের দিকে মনোযোগ দিয়ে থাকেন। উপরে উল্লেখিত পূর্বের ও আধুনিক সময়ের বিভিন্ন হাদীসবিশারদদের লেখায় আমরা দেখেছি যে, তাঁরা যেসব হাদীসকে অর্থের ভিত্তিতে সমস্যাযুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন, সেগুলোর বর্ণনাসূত্রকেও ত্রুটিপূর্ণ বলেছেন। বরং অনেক ক্ষেত্রেই তাঁরা ইসনাদের মধ্যকার সমস্যাকেই সামনে তুলে ধরেছেন। তাঁদের এই প্রবণতার পেছনে কিছু কারণ রয়েছে। যেমন :

ক. আল্লাহর রাসূল ﷺ এর মর্যাদা ও সম্মান

আল্লাহর রাসূলের মর্যাদা ও সম্মানের বিষয়টি প্রতিটি মুসলিমের অন্তরেই বিদ্যমান। এটা ঈমানের অন্যতম অংশও বটে। এই মর্যাদার দাবি হচ্ছে আল্লাহর রাসূল ﷺ এর প্রতিটি কথা, নির্দেশ যা বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত, তা বিনা বাক্যব্যয়ে অনুসরণ করা। তাঁর কোনো কথা বা নির্দেশের পরে অন্য কারো কথা বা বক্তব্যের প্রয়োজন নেই। আল্লাহর বাণী :

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো নির্দেশ দিলে কোনো বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীর জন্য সে বিষয়ের ভিন্ন সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার নেই (Al Qur'ān 33:36)

তাছাড়া আল্লাহর রাসূল যে কোনো অবান্তর কথা থেকে পবিত্র। তাঁর মুখ নিঃসৃত বাণীতে কোনো মিথ্যা থাকতে পারে না। আল্লাহর বাণী,

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾

আর তিনি মনগড়া কথা বলেন না, বরং তা ওহী যা তার কাছে পাঠানো হয় (Al Qur'ān 53: 3-4)

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عن أبى هريرة قال :قال رسول الله ﷺ : الوضوء مما مست النار ، ولو من ثور أقط . قال : فقال له ابن عباس : يا أبا هريرة ، أنتوضأ من الدهن ؟ أنتوضأ من الحميم ؟ قال : فقال أبو هريرة : يا ابن أخى ، إذا سمعت حديثا عن رسول الله ﷺ فلا تضرب له مثلا.

আবু হুরায়রা রা. বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, আগুনে রান্না করা খাবার খেলে ওযু করতে হবে, যদি তা পনিরের টুকরোও হয়। একথা শুনে ইব্ন আব্বাস রা. বললেন, আবু হুরাইরা ! আমরা কি তাহলে তেল ব্যবহার করলেও ওযু করব? বা গরম পানি ব্যবহার করেও ওযু করব? আবু হুরাইরা রা. তখন বললেন, ভাতিজা! তুমি যখন আল্লাহর রাসূল থেকে কোনো হাদীস শুনবে তখন তার বিপরীতে উদাহরণ দিও না (Al Tirmidhī 2000, 21)।

অন্য হাদীসে আমরা দেখি

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: «الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِنِيَاحَةِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ» فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا مَاتَ بِخُرَاسَانَ وَنَاحَ أَهْلُهُ عَلَيْهِ هَاهُنَا، أَكَانَ يُعَذَّبُ بِنِيَاحَةِ أَهْلِهِ؟ قَالَ: صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَذَبْتَ أَنْتَ

ইমরান ইব্ন হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মৃত ব্যক্তিকে তার পরিবারবর্গের বিলাপের কারণে আযাব দেয়া হয়। তখন একজন লোক তাঁকে প্রশ্ন করল, 'একজন খুরাসানে মারা গেল, আর তার পরিবার এখানে কান্নাকাটি করলে তাকে আযাব দেয়া হবে'? তখন তিনি বললেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ সত্য বলেছেন। আর তুমি মিথ্যা বলেছ (Al Nasāyī 2015, 261)।

এই হাদীস দুটি আকারে ছোট হলেও তাৎপর্যময়। হাদীস দুটির বেশ কিছু দিক রয়েছে যা আলোচনার দাবি রাখে। প্রথমে আমরা দেখি একজন সাহাবী সরাসরি আল্লাহর রাসূল ﷺ এর হাদীস বর্ণনা করলেন। শ্রোতা দুজন (যাদের একজন সাহাবী) হাদীসের বাহ্যিক অর্থকে কঠিন মনে করে নিজেদের আকল তথা মানবীয় জ্ঞানবুদ্ধি প্রয়োগ করে অস্বীকৃতিমূলক প্রশ্ন করে বসলেন। তাঁদের প্রশ্নের ধরন থেকেই বোঝা যায়, তাঁরা এই হাদীসের অর্থের ব্যাপারে সন্তুষ্ট নন। অর্থাৎ স্বীয় আকল দিয়ে হাদীসের সত্যতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। এর বিপরীতে বর্ণনাকারী সাহাবীদ্বয় পরোক্ষভাবে মানবীয় জ্ঞানবুদ্ধির উপর ওহী তথা হাদীসের চিরন্তনী মর্যাদার কথা মনে করিয়ে দিলেন এবং আল্লাহর রাসূল ﷺ এর কথার উপর অন্য কিছুকে প্রাধান্য দেয়ার ব্যাপারে সতর্ক করে দেন।

ইব্ন কুতাইবা রহ. হাদীস বিশারদদের এই প্রবণতার কথা তুলে ধরে বলেন,

قُلْنَا: نَحْنُ لَا نَنْتَهِي فِي صِفَاتِهِ -جَلَّ جَلَالُهُ- إِلَّا إِلَى حَيْثُ انْتَهَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا نَدْفَعُ مَا صَحَّ عَنْهُ، لِأَنَّهُ لَا يَقُومُ فِي أَوْهَامِنَا، وَلَا يَسْتَقِيمُ عَلَى نَظَرِنَا، بَلْ نُؤْمِنُ بِذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ نَقُولَ فِيهِ بِكَيْفِيَّةٍ أَوْ حَدٍّ، أَوْ أَنْ نَقِيسَ عَلَى مَا جَاءَ مَا لَمْ يَأْتِ. وَنَرْجُو أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْقَوْلِ وَالْعَقْدِ سَبِيلُ النَّجَاةِ، وَالتَّخَلُّصِ مِنَ الْأَهْوَاءِ كُلِّهَا غَدًا، إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى.

আমরা বলি: আল্লাহর সিফাতের বিষয়ে আমরা সেই পর্যন্ত বলে থেমে যাব যে পর্যন্ত আল্লাহর রাসূল ﷺ বলে থেমে গিয়েছেন। তাঁর থেকে যা বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত হয়েছে আমরা তাকে প্রত্যাখ্যান করি না। কেননা তা আমাদের চিন্তাচেতনায়

সঠিকভাবে ধরা পড়ে না। বরং আমরা কোন ধরন, সীমারেখা ও বর্ণিত বিষয়কে অবর্ণিত বিষয়ের উপর কিয়াস করা ছাড়াই ঈমান আনি। আর আমরা এই কথা ও বিশ্বাসের মাধ্যমে সবরকম আগাম কুপ্রবৃত্তি থেকে মুক্ত থাকার ইচ্ছা করি এবং নাজাতের আশা করি। (Ibn Qutaiba1999, 301)

ইব্ন কুতাইবা রহ. যদিও আল্লাহর সিফাত সংক্রান্ত আলোচনা করতে গিয়ে উপরিউক্ত কথা বলেছেন, তবে অন্যান্যক্ষেত্রেও এটাই হচ্ছে হাদীসপন্থিদের মানহাজ বা কর্মনীতি।

ইব্নুল কাইয়্যিম রহ. স্বীয় গ্রন্থে ইমাম আহমাদ রহ. এর মূলনীতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:

الأصول التي بنيت عليها فتاوى ابن حنبل وكان فتاويه مبنية على خمسة أصول.الأصل: الأول النصوص فإذا وجد النص أفتى بموجبه ولم يلتفت إلى ما خالفه ولا من خالفه كائنا من كان ولهذا لم يلتفت إلى خلاف عمر في المبتوتة لحديث فاطمة بنت قيس.

যে মূলনীতির উপর ইমাম আহমাদ রহ. তাঁর মতামত প্রদান করতেন তা পাঁচ প্রকার। এক. নসকে সর্বাগ্রে অগ্রাধিকার দেয়া। যখন তিনি কোনো নস পেতেন, তখন তিনি সেই নসের আবশ্যিকতার উপর তাঁর রায় দিতেন। এক্ষেত্রে যে নসের বিরোধিতা করত - সে যেই হোক না কেন- তিনি তাঁর কথার প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপ করতেন না। এ কারণে তিনি তালাকপ্রাপ্তা নারীর খোরপোষ নিয়ে ফাতেমা বিনতে কায়েসের হাদীসের ব্যাপারে উমর রা. এর দ্বিমতকে গুরুত্ব দেননি...' (Al Jawziyah 1968 , 1/29)

খ. হাদীসের গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়ার প্রচেষ্টা

বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই মুহাদ্দিসরা শুধুমাত্র অর্থের বিচারে হাদীস প্রত্যাখ্যান করার পূর্বে এর গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করেন। কেননা হাদীস ওহীর একটি প্রকার হওয়ার কারণে এ মূলনীতি হাদীসবিদদের মধ্যে স্বীকৃত যে, বিশুদ্ধ হাদীস কখনো কুরআনের বিপরীত হতে পারে না এবং মানবীয় আকল কখনো বিশুদ্ধ ওহীর বিরোধী হবে না। তাই বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই তারা আপাতদৃষ্টিতে অর্থগত সমস্যাজনক বা পরস্পর বিরোধী অর্থমূলক হাদীসের মাঝে সমন্বয় করার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। যেমন ইমাম আন নববী রহ. বলেন,

وأما إذا تعارض حديثان في الظاهر، فلا بد من الجمع بينهما أو ترجيح أحدهما

যখন দুইটি হাদীসের অর্থ পরস্পরের বিরোধী হবে তখন তাদের মাঝে সমন্বয় করতে হবে অথবা একের উপর অন্যকে প্রধান্য দিতে হবে (Al Nawawī 1987, 1/82)। এরই ধারাবাহিকতায় হাদীসবিদদের রচনায় 'মুখতালিফিল হাদীস' বা 'ইলমু ইখতিলাফিল হাদীস' নামের বিষয়বস্তু স্থান করে নেয়। এ বিষয়ে সর্বপ্রথম কলম ধরেন ইমাম শাফেয়ী রহ.। তাঁর রচিত اختلاف الحديث এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম স্বতন্ত্র গ্রন্থ। তাঁর পরবর্তী সময়ে ইমাম আবু জাফর আত তহাবী রহ. রচিত مشكل الآثار ও ইব্ন কুতাইবা রহ. রচিত تأويل مختلف الحديث এ বিষয়ের উপর আকর গ্রন্থের মর্যাদা

পেয়েছে। অনেকসময় একজন হাদীস বিশারদ যখন বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত কিন্তু আপাত সমস্যাজনক অর্থযুক্ত হাদীসের উপযুক্ত কোনো ব্যাখ্যাই খুঁজে পান না, তখন তিনি হাদীস প্রত্যাখ্যানের বদলে বরং নিজের সীমাবদ্ধতার কথা বিনয়ের সঙ্গে স্বীকার করে নেন। যেমন সহীহ বুখারীর একটি হাদীসে বলা হয়েছে, জান্নাতে আদমের উচ্চতা ছিল ৬০ হাত এবং পৃথিবীতে তাঁর বংশধরদের উচ্চতা ক্রমাগত কমতে থাকবে। এই হাদীসের ব্যাখ্যায় হাদীস শাস্ত্রের অন্যতম দিকপাল ইব্ন হাজার রহ. বলেন,

ويشكل على هذا ما يوجد الآن من آثار الأمم السالفة كديار ثمود فإن مساكنهم تدل على أن قاماتهم لم تكن مفرطة الطول على حسب ما يقتضيه الترتيب السابق ولا شك أن عهدهم قديم ..... ولم يظهر لي إلى الآن ما يزيل هذا الاشكال الحديث الثاني حديث أبي هريرة في صفة الجنة

আরেকটা সমস্যা হচ্ছে, এখন তো আগেকার জাতির বিভিন্ন নিদর্শন পাওয়া যায় যেমন ছামুদ জাতির বাসস্থান ইত্যাদি। হাদীসে যেভাবে ক্রমান্বয়ে মানুষের খাটো হওয়ার কথা এসেছে সেটা তো তাদের বাড়িঘর দেখে বোঝার উপায় নেই, কেননা তারা বেশি লম্বা ছিল না। অথচ কোনো সন্দেহ নেই যে, তারা ছিল প্রাচীন যুগের অধিবাসী।.. আবু হুরাইয়া রা. এর বর্ণিত উক্ত হাদীসের এই সমস্যা কিভাবে সমাধান হতে পারে এখন পর্যন্ত আমার তা জানা নাই (Ibn Ḥajar 1379H, 6/367)।

গ. যুক্তিবাদী মুতাজিলা সম্প্রদায়ের উদ্ভব ও বাড়াবাড়ি

হাদীস চর্চা-পর্যালোচনার স্বর্ণযুগে মুতাজিলা সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে যারা মানবীয় যুক্তিতর্ককে ওহীর সমকক্ষ বা তার থেকেও বেশি মর্যাদা দিত। তারা শুধু মুতাওয়াতির হাদীসকে মানতো এবং আহাদ হাদীসকে সম্পূর্ণভাবেই অস্বীকার করত। আহাদ হাদীস প্রত্যাখ্যানে তাদের কর্মপন্থা ছিল দুঃসাহসিক ও অসৌজন্যমূলক। যেমন আমর ইবনে উবাইদ নামের মুতাযিলি পণ্ডিত তাকদির সম্পর্কিত বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হাদীসের ব্যাপারে বলেন,

عمرو بن عبيد يقول وذكر حديث الصادق المصدوق فقال لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته ولو سمعت زيد بن وهب يقول هذا ما أجبته ولو سمعت عبد الله بن مسعود ويقول هذا ما قبلته ولو سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول هذا لرددته ولو سمعت الله تعالى يقول هذا لقلت له ليس على هذا أخذت ميثاقنا

আমর ইবনে উবাইদের কাছে যখন 'সাদিক-মাসদুকের'[১৬] হাদীস বর্ণনা করা হল, সে তখন বললো, আমি যদি আমাশ থেকে শুনতাম তাকে মিথ্যাবাদী বলতাম। যদি

১৬. আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত 'সাদিক-মাসদুক' নামে খ্যাত হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, মানুষ মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায় আল্লাহ একজন ফেরেশতাকে উক্ত ব্যক্তির রিযিক, মউত, দূর্ভাগ্য ও সৌভাগ্য-এ চারটি ব্যাপার লিপিবদ্ধ করার জন্য পাঠান। পরবর্তীতে যার জন্য সৌভাগ্য লেখা আছে সে ব্যক্তি যদি জাহান্নামীদের মত আমল করতে থাকে, এমন কি তার মাঝে এবং জাহান্নামের মাঝে তখন কেবলমাত্র একহাত বা এক গজের ব্যবধান থাকে, এমন সময় তাকদীর

যায়দ ইবনে ওহাবকে এ হাদীস বলতে শুনতাম তাহলে কোনো জবাব দিতাম না। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে শুনলেও গ্রহণ করতাম না। যদি আল্লাহর রাসূল ﷺ কে বলতে শুনতাম তাও এটা প্রত্যাখ্যান করতাম। যদি আল্লাহকে এটা বলতে শুনতাম তাহলে তাঁকে বলতাম, আপনি তো আমাদের থেকে এর উপর অঙ্গীকার নেন নি! (Al Baghdādī 2004, 12/170)।

শায়খ আল কারযাভী রহ. সংক্ষেপে পুরো বিষয়টি তুলে ধরেছেন এভাবে :

إن المسارعة برد كل حديث يشكل علينا فهمه - وإن كان صحيحا ثابتا - مجازفة لا يجترئ عليها الراسخون في العلم إنهم يحسنون الظن بسلف الأمة فاذا ثبت أنهم تلقوا حديثا بالقبول ولم ينكره إمام معتبر فلا بد أنهم لم يروا فيه مطعنا من شذوذ أو علة قادحة و الواجب على العالم المنصف أن يبقى على الحديث ويبحث عن معنى معقول أو تأويل مناسب له وهذا هو الفرق بين المعتزلة وأهل السنة في هذا المجالالمعتزلة يبادرون برد كل ما يعارض مسلماتهم المعرفية والدينية من مشكل الحديث و أهل السنة يعملون عقولهم في التأويل و الجمع بين المختلف و التوفيق بين المتعارض في ظاهره

বিশুদ্ধসূত্রে প্রমাণিত যেসব হাদীস সহজে আমাদের বুঝে আসে না সেগুলোকে বাদ দেয়ার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো করা অপরিপক্কতার পরিচায়ক। দূরদর্শী জ্ঞানবান ব্যক্তি এই কাজ করে না। বরং তাঁরা পূর্ববর্তীদের ব্যাপারে এতটুকু সুধারণা রাখেন যে, যেহেতু তাঁরা হাদীসটিকে গ্রহণ করে নিয়েছেন এবং স্বীকৃত কোনো ইমামও এতে আপত্তি করেননি, এর মানে তাঁরা এতে কোনো গোপন দোষ-ত্রুটি দেখতে পাননি (নচেৎ তাঁরা হাদীসটিকে বাতিল বলে ঘোষণা করতেন)। সুতরাং একজন ন্যায়পরায়ণ আলেমের জন্য আবশ্যক হল হাদীসের উপর স্থির থাকা এবং হাদীসটির গ্রহণযোগ্য ও সামঞ্জস্যপূর্ণ কোন ব্যাখ্যা খুঁজে বের করা। মুতাজিলারা নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধিতে ধরে না এমন হাদীস প্রত্যাখ্যানে খুব তাড়াহুড়ো করত। মুতাজিলাদের সাথে আহলে সুন্নাহর এ বিষয়ে পার্থক্য ছিল। আহলে সুন্নাহর আলেমগণ নিজেদের জ্ঞানবুদ্ধিকে হাদীসের গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা ও সামঞ্জস্য খুঁজে বের করার কাজে লাগাতেন। (Al Qarḍāwī 2002, 59)

(২) পূর্ববর্তী হাদীসবিশারদগণ অর্থবিচারে হাদীস প্রত্যাখ্যান করছেন একথা সত্য; তবে তাঁদের প্রত্যাখ্যানের পেছনে অর্থ ছাড়াও আরো কিছু বিষয় সক্রিয় থাকত। যেমন:

ক. ত্রুটিপূর্ণ বর্ণনাসূত্র

তার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে, আর তখন সে জান্নাতীদের আমল করা শুরু করে। ফলে সে জান্নাতে প্রবেশ করে। আরেক ব্যক্তি জান্নাতীদের আমল করতে থাকে। এমনকি তার মাঝে ও জান্নাতের মাঝে কেবলমাত্র এক গজ বা দু-গজের ব্যবধান থাকে, এমন সময় তাকদীর তার উপর প্রাধান্য বিস্তার করে আর অমনি সে জাহান্নামীদের মত আমল শুরু করে, ফলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করে (Al Bukhārī 2015, 6594)।

বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই বর্ণনাকারীদের বিভিন্ন সমস্যা উল্লেখ করা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, তাঁরা যেসব হাদীসকে অর্থের কারণে প্রত্যাখান করেছেন সেগুলোর সনদও ত্রুটিপূর্ণ। যে সব হাদীসকে তাঁরা কুরআনের বিপরীত কিংবা ইজমা, শরীয়তের মূলনীতির বিরোধী বলে সাব্যস্ত করেছেন, সেগুলোর সনদও সমস্যাযুক্ত বলে অভিহিত করেছেন। আর এই সনদ তথা বর্ণনাসূত্রের ব্যাপারে তাদের অবস্থান ছিল সুদৃঢ়। আল বাগদাদী বলেন,

فليس أحد من أهل الحديث يحابي في الحديث أباه ، ولا أخاه ، ولا ولده . وهذا علي بن عبد الله المديني ، وهو إمام الحديث في عصره ، لا يروى عنه حرف في تقوية أبيه بل يروى عنه ضد ذلك

হাদীসের ব্যাপারে আহলুল হাদীসদের কেউই নিজের পিতা, ভাই, সন্তান এদের ব্যাপারে কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব বা স্বজনপ্রীতি দেখাননি। এই যে আলী ইব্ন আব্দুল্লাহ আল মাদিনি, নিজ সময়ের অন্যতম হাদীসের ইমাম, নিজের পিতাকে হাদীসের শক্তিশালী বর্ণনাকারী হিসাবে উল্লেখ করে একটি শব্দও তাঁর থেকে বর্ণিত হয়নি। বরং তাঁর থেকে এর বিপরীত কথাই বর্ণিত আছে (Al Baghdādī 1996, 85)।

খ. শক্তিশালী সনদসহ উক্ত হাদীসের বিপরীতার্থক হাদীসের উপস্থিতি।

(৩) আধুনিকপন্থিদের কর্মপদ্ধতি (Methodology) একেবারেই নতুন কিছু নয়। বরং পূর্বের রক্ষণশীল হাদীসবিদদের সাথে কিছু ক্ষেত্রে সাদৃশ্য রয়েছে। যেমন, হাদীসের অর্থ কুরআনের সরাসরি বক্তব্যের বিরোধী হতে পারবে না- এ ব্যাপারে উভয়ের ঐকমত্য রয়েছে। তবে কিভাবে কোনো হাদীসের 'কুরআন বিরোধী' অবস্থান নির্ণয় করা হবে -তা নিয়ে উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য রয়েছে। আধুনিকপন্থিদের কাছে যা 'কুরআন বিরোধী' বলে গণ্য, হাদীস শাস্ত্রবিদদের কাছে সেটা নাও হতে পারে।

(৪) কিছুটা সাদৃশ্য দেখা গেলেও তাদের মধ্যে বৈসাদৃশ্য ও চিন্তাপার্থক্য বেশি। এর মূল কারণ হচ্ছে উভয় শ্রেণির মানদণ্ড গ্রহণের ভিন্নতা। আধুনিকপন্থিদের মানদণ্ডের সাথে পূর্বের মুতাজিলা সম্প্রদায়ের মূলনীতির বেশ মিল রয়েছে। যেমন, মুতাজিলা সম্প্রদায় গ্রিক দর্শনের উপর ভিত্তি করে শরীয়তের নুসুস ব্যাখ্যা করত। অন্যদিকে আধুনিকপন্থিদের চিন্তাবলয়ের মূলে রয়েছে ইউরোপ-কেন্দ্রিকতা (Eurocentric mindset)। আমরা যদি আধুনিকপন্থিদের অর্থবিচারে হাদীস প্রত্যাখ্যান করার পেছনের কারণ অনুসন্ধান করি তাহলে দেখব, এর পেছনে যতটা না নিখাদ ইসলামী জ্ঞানতাত্ত্বিক কাঠামোর (Ontological structure) ছাপ রয়েছে তার চাইতেও বেশি রয়েছে পশ্চিমা চিন্তাচেতনার, বিশেষত ইউরোপিয়ান এনলাইটেনমেন্টের প্রত্যক্ষ প্রভাব। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, পশ্চিমের কাছে যা প্রত্যাখ্যাত, এরাও সে বিষয়কে অস্বীকার করা আবশ্যক মনে করে (Mullā khāṭir 1405 h, 102)। সুতরাং বাহ্যিক কর্মনীতি এক মনে হলেও কারণ ভিন্ন। এছাড়াও প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে যে জিনিসটি ধরা পড়ে তা

হল, যাদের হাত ধরে 'আধুনিকপন্থা' মুসলিমসমাজে প্রবেশ করেছে, তাদের কেউই হাদীসের ব্যাপারে শাস্ত্রীয় বিশেষজ্ঞ ছিলেন না। সুতরাং পূর্ববর্তী হাদীস বিশারদদের অনেক কর্মপ্রচেষ্টাই এদের কাছে স্পষ্ট না।

প্রস্তাবনা

উপরিউক্ত আলোচনায় এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে যে, উভয় দলের চিন্তা ও কর্মপদ্ধতিতে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ রয়েছে। দেখা যায় যে, হাদীসপন্থিদের ব্যাপারে আধুনিকপন্থিদের বেশ কিছু আপত্তিতে যেমন সত্যতা আছে (তাঁরা সনদের দিকে অধিক মনোযোগী ছিলেন ইত্যাদি), তেমনিভাবে ঐতিহ্যবাদী হাদীসবিদদের কর্মপন্থার পেছনেও গ্রহণযোগ্য কারণ বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং আমরা প্রবন্ধের আলোকে উভয় দলের চিন্তাসূত্রকে বিবেচনায় নিয়ে নিম্নলিখিত প্রস্তাবনা উপস্থাপন করছি যেন উভয় দলই নিজেদের চিন্তাভাবনাকে সংযত ও পুর্নবিবেচনা করে ইসলামী জগতে শক্তিশালী জ্ঞানচর্চার ধারা গড়ে তুলতে পারে।

প্রস্তাবনাসমূহ নিম্নরূপ:

ক. বিশেষজ্ঞ আলেমগণ যে হাদীসটিকে সার্বিকদিক বিবেচনায় বিশুদ্ধ বলে রায় দিয়েছেন, সেই হাদীসের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ তৈরি হলে শুরুতেই তার বিশুদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা উচিত নয়। বরং সন্দেহ তৈরি হওয়ার কারণ অনুসন্ধান করতে হবে। দেখতে হবে, এই সন্দেহ সৃষ্টির মূলে যা রয়েছে তা নিখাদ ইসলামী জ্ঞানতাত্ত্বিক কাঠামো থেকে উদ্ভূত নাকি তা ইউরোপীয় আলোকায়ন প্রভাবিত আধুনিকতার গর্ভজাত। যদি প্রথমটি হয়, তাহলে সমস্যা নিরসনে ইসলামী শাস্ত্রীয় কাঠামোর মধ্যে হাদীস যাচাই বাছাই সংক্রান্ত যে মেথডলজী রয়েছে, সেটার অনুসরণ করতে হবে। যেমন, হাদীসের সনদগত ও শব্দগত সমস্যা খুঁজে বের করা, অন্যান্য হাদীসের সাথে তুলনামূলক পর্যালোচনা করা ইত্যাদি। আর যদি দেখা যায়, সন্দেহ সৃষ্টির মূলে রয়েছে আধুনিকতার প্রভাব, সেক্ষেত্রে দুটি বিষয় হতে পারে।

১- হাদীসের বাহ্যিক অর্থটি 'প্রমাণিত' আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের (Solidified Scientific Fact) বিরোধী হবে।

ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, প্রথম দিকে অবাস্তব মনে হত, মানবীয় বুদ্ধিমত্তায় ধরত না- এমন অনেক বিষয় জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। আগে যা অস্বীকার করা হত, পরে তার অনেক কিছুই স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। একারণে সরাসরি প্রত্যাখ্যানের বদলে হাদীসটির হুকুমকে 'তাওয়াক্কুফ' (স্থগিতকরণ) রাখতে হবে, যতক্ষণ না সন্দেহ দূর হওয়ার মত পর্যাপ্ত তথ্যজ্ঞান অর্জিত হয়। ইতিপূর্বে আমরা শায়খুল ইসলাম ইব্ন হাজার রহ. এর লেখায় এরকম একটি নজীর দেখেছি।

২- হাদীসের বাহ্যিক অর্থটি আধুনিক 'দর্শন' (Modern Philosophy) এর বিরোধী হওয়া।

আধুনিক দর্শন বলতে এখানে পশ্চিমা দর্শন বোঝানো হচ্ছে। পশ্চিমা দর্শন থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে রয়েছে সাম্যবাদ, নারীবাদ, মানবাধিকার ইত্যাদি। ইউরোপিয়ান জ্ঞানকাঠামো থেকে উদ্ভূত হওয়া বিশ্বদর্শন (World view) দিয়ে হাদীস বিচার করতে গেলে আধুনিক মনমানসে অনেক কিছুই অস্বস্তিকর, দুর্বোধ্য মনে হবে। শুধুমাত্র পশ্চিমা দর্শনে প্রভাবিত হওয়ার কারণে হাদীসের অর্থটি যদি সমস্যাযুক্ত মনে হয়, সেক্ষেত্রে একজন মুসলিমের পক্ষে কখনোই হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করা সমীচীন হতে পারে না। আল্লাহর রাসূল ﷺ এর হাদীসকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর আগে বরং তার মনমানসে গেঁথে থাকা আধুনিক দর্শনের যৌক্তিকতাকেই প্রশ্ন করা উচিত।

খ. এ বিষয়টি সকলেরই জানা যে, সকল মানুষের পক্ষে সব বিষয়ে পারদর্শী হওয়া সম্ভব নয়। জাতির উন্নতিকল্পে বিশেষায়িত জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। যে কোনো শাস্ত্রীয় জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের প্রয়োজনীয়তা বলাই বাহুল্য। আরবী প্রবাদে বলা হয়, *'লিকুল্লি ফান্নিন রিজালুন'* (প্রত্যেক শাস্ত্রেরই বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি রয়েছে)। এ কারণে হাদীস সংক্রান্ত কোনো সমস্যা হলে হাদীস শাস্ত্রে দক্ষতা রয়েছে এমন বিশেষজ্ঞ আলেমদের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। কোনো বিষয়ের শাস্ত্রীয় জ্ঞান না থাকার পরও সে বিষয়ে নির্ভয়ে মতামত দেয়ার প্রবণতা বিশৃংখলা তৈরি করে। ক্ষেত্রবিশেষ এটা ব্যক্তির নির্বুদ্ধিতার পরিচায়কও বটে।

গ. মানুষের মধ্যে আল্লাহর রাসূল ﷺ ছাড়া আর কেউই ভুলের উর্ধ্বে নয়। একজন সত্যবাদী ও বিশ্বাসী মানুষের দ্বারাও ভুল হতে পারে। তাই হাদীসের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সনদের উপর নির্ভর করার পাশাপাশি অর্থের দিকেও মনোযোগ দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে। উপরে আমরা দেখিয়েছি, হাদীসের অর্থবিচারের উদাহরণ হাদীসপন্থি আলেমদের মাঝে পাওয়া গেলেও তার প্রয়োগ সনদ বিচারের মত ব্যাপকভাবে হয়নি। এ বিষয়ে শাস্ত্রবিদদের আরো সুগঠিত চিন্তাভাবনার দরকার রয়েছে। নচেৎ আধুনিকতা প্রভাবিত ও শাস্ত্রে অপরিপক্ক লোকেরা আল্লাহর রাসূল ﷺ এর হাদীসকে নিজেদের প্রবৃত্তির অনুগামী বানিয়ে 'খেলো' করে তুলবে। সুতরাং আধুনিক মানসে কোনো হাদীসের বাহ্যিক অর্থ নিয়ে সংশয় দেখা দিলে সেটাকে শাস্ত্রীয় পদ্ধতিতে পুনর্বিবেচনা করার মত যথেষ্ট উদারতা হাদীসপন্থি বিশেষজ্ঞদের থাকতে হবে।

উপসংহার

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, ঐতিহ্যবাদী হাদীসপন্থিগণ তাঁদের বিরোধীদের অতিরিক্ত 'যুক্তিনির্ভরতা'র বিপরীতে শরীয়তের নসকে দৃঢ়ভাবে আকঁড়ে ধরেছেন, ফলে তাঁদের অনেকের মধ্যে এক ধরনের অক্ষরবাদিতার (literalism) প্রভাব পড়েছে। অপরদিকে আধুনিকপন্থি মুসলিমগণ ইউরোপীয় চাকচিক্যে আকৃষ্ট হয়ে মানবীয় বিবেকবুদ্ধিকে সীমাহীন প্রাধান্য দিতে গিয়ে হাদীসের গুরুত্ব হ্রাস করে ফেলেছেন। ফলে এক ধরনের বিশৃংখলা তৈরি হয়েছে। এর রোধ কল্পে আমাদের একটি ভারসাম্যপূর্ণ মেজাজ গড়ে তুলতে হবে। পূর্বসূরীদের রেখে যাওয়া 'তুরাছ' (Heritage) ও আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান- এর প্রত্যেকটিকেই তার প্রাপ্য মর্যাদা দিতে হবে। এর মাধ্যমে উভয় দলই প্রান্তিকতা থেকে মুক্ত থাকবে। সেই সাথে আশা করা যায়, ভিন্নমুখী দুইটি চিন্তাঘরানার মানুষেরা একে অপরের কর্মপন্থা সম্পর্কে জানাশোনা বৃদ্ধি করে ও নিজেদের অবস্থানকে যথাযথ পদ্ধতিতে পুনর্গঠনের মাধ্যমে ইসলামী জ্ঞানের জগতে অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

Bibliography

Al Qur'ān Al Karīm

'Abduhu, Muḥammad. 1341 H. *Tafsīr Al Qurān Al Karīm (Juz 'Amm)*. Egypt: Maṭba'a Miṣr

Al Albānī, Nāṣir Al Dīn Ibn Al Ḥāj Nūḥ. 1992. *Silsila Al Aḥādīth Al ḍa'īfah*. Riyāḍ: Maktaba Al Ma'ārif

Al 'Ash'ari, Abū Al Ḥasan 'Alī Ibn Ismā'īl. 1990. *Maqālāt Al Islāmiyyīn.* Bairūt: Al Maktaba Al'Aṣriyya.

Al Baghdādī, Abū Bakr Aḥmad Ibn'Alī. 1996. *Sharf Aṣḥāb Al Ḥadīth*. Al Qāhira: Maktaba Ibn Taimiyya.

- 2004. *Tārīkh Al Baghdād* . Edited By: 'Abd Al Qādir Al 'Aṭā. Bairūt: Dār Al Kutub Al 'Ilmiyyah

Al Ba'alabakī, Munīr ND. *Al Mawrid.* Beiūt: Dār Lil Malāyiyyīn

Al Bukhārī, Abū 'Abd Allah Muḥammad Ibn Ismā'īl, 1986. *Al Ḍu'afā Al Ṣagīr*. Bairūt : Dār Al Ma'rifa.

- 1422 H. *Ṣaḥīḥ Al Bukhārī.* Bairūt : Dār Ṭawq Al Najā.
- 2015. *Ṣaḥīḥ Al Bukhārī.* Al Riyāḍ: Dār al Ḥaḍārah.

Al Dārimī, Abū Muḥammad'Abd Allah Ibn Abd Al Raḥmān Ibn Al Faḍl. 2000. *Sunan Al Dārimī*. Riyāḍ: Dār Al Mughnī

Al Gazālī, Muḥammad. ND. *Al Sunna Al Nabawiyya Baina Ahl Al Fikh Wa Ahl Al Ḥadīth.* Cairo: Dār Al Shurūq

Al Ghumārī, Abū al Faiḍ Aḥmad Ibn Abī 'Abd Allah Muḥammad Ibn Al Ṣiddīq. 1982. *Al Mughīr'Ala Al Aḥādīth Al Mawḍū'ah Fī Al Jāmi'i Al Ṣaghīr*. Bairūt: Dār Al Rāid Al 'Arabi .

Al Jawziya, Muḥammad Ibn Abī Bakr Ibn Al Qaiyyim. 1970. *Al Manār Al Munīf Fī Al Ṣaḥīḥ Wa Al Ḍa'īf*. Ḥalb: Maktab Al Maṭbū'āt Al Islāmiyya

- 1968. *I'ilām Al Muwaqqi'īn 'An Rabb Al'Ālamīn* . Cairo: Maktaba Al Kulliyyāt Al Azhariyya

Al Mubarakpūrī, Abū Al Ḥasan ‘Ubaid Allah ‘Abd Al Salām. ND. *Mir‘āt Al Mafātīḥ*. Banāras: Al Jāmi‘i Al Salafiyyah

Al Mullā Jiyūn, Aḥmad ibn Abī Sa‘īd. 2015. *Nūr Al Anwār Fī Sharḥ Al Manār.* Dimashq: Dār Nūr al Ṣabāḥ

Al Nasāyī, Abū ‘Abd Al Raḥmān Aḥmad Ibn Shu‘Aib Ibn ‘Ali. 2015. *Sunan Al Nasāyī* . Riyāḍ: Dār Al Ḥaḍārah.

Al Nawawī, Abū Zakariyyā Yaḥyā Ibn Sharf. 1985. *Al Taqrīb Wa Al Taisīr Li Ma‘arifat Sunan Al Bashīr Wa Al Nadhīr*. Bairūt: Dār Al Kitāb Al ‘Arabī

- 1987. *Sharḥ Muslim*. Bairūt: Dār Al Kitāb Al ‘Arabī

Al Qarḍāwī, Yūsuf. 2002. *Kaifa Nata‘āmal Ma‘a Al Sunnah Al Nabawiyyah.* Al Qāhira : Dār Al Shurūq

Al Shihristānī, Abū Al Fatḥ Muḥammad Ibn ‘Abd Al Karīm. 1992. *Al Milal Wa Al Niḥal.* Bairūt: Dār al kutub al ‘ilmiyya.

Al Suyūṭī, Jalāl Al Dīn. 1415H. *Tadrīb Al Rāwī*. Riyāḍ: Maktabah Al Kawthar

Al Tirmidhī, Muḥammad Ibn Īīsā Ibn Sawrata Ibn Mūsā. 2000. *Sunan Al Tirmidhī*. Al Mamlakah Al ‘Arabiyyah Al Sa‘ūdiyyah: Wazārah Al Shuūn Al Islāmiyyah.

Amīn, Aḥmad. 2013. *Ẓuhūr Al Islām* .Cairo: Hindāwī

Brown, Jonathan Andrew Cleveland, 2012. *The Rules Of Matn Criticism: There Are No Rules.* Brill: Islamic Law and Society 19.

Esposito, John Louis.1998. *Islam and Politics*. NY: Syracuse University Press.

Fazlur Rahman, M. 2015. *Al Mu‘jam Al Wāfī*. Dhaka: Riyad Prakashan.

Hourani, Albert.1983. *Arabic Thought in the Liberal Age 1798-1939*. Cambridge: Cambridge University Press.

Ibn Al Jawzī, Jamāl Al Dīn ʿAbd Al Raḥmān Ibn ʿAlī Ibn Muḥammad. 1997. *Al Mawḍū‘āt.* Riyāḍ: Maktabah Aḍwā Al Salaf.

Ibn Ḥajar, Shihāb Al Dīn Abū Al Faḍl Aḥmad Ibn ‘Alī Al Kināni. 1379 H. *Fatḥ Al Bārī*. Bairūt: Dār Al Ma‘Arifa.

- 2006. *Nukhbat Al-Fikr*. Lubnān: Dār Ibn Ḥazam.
- 2011. *Nuzhat al Naẓr*. Karachi: Maktabatul Bushrā.

Ibn Qutaiba, Abū Muḥammad ‘Abd Allah Ibn Muslim. 1999. *Tawīl Mukhtalif Al Ḥadīth.* Bairūt: Maktab Al Islāmī.

Ibn Taimiyya, Taqi Al Dīn Abū Al ‘Abbās Ibn ‘Abd Al Ḥalīm, 2004. *Majmu‘u Al Fatawā*. Al Madīna: Majma Al Malik Fahad.

Ignaz, Goldziher. 1971. *Muslim Studies* (*Muhammedanische Studien)* Trans: S.M. Stern and C.R. Barber. Chicago: Aldine.

Itr, Nūr Al Dīn. 1979. *Manhaz Al Naqd fī ʿUlūm al Ḥadīth.* Dimashq: Dār Al Fikr.

Khair Ābādī, Muḥammad Abū Al Laith. 2011. *Ittijāhāt Fī Dirāsāt Al Sunna Qadīmihā Wa Ḥadīthihā.* Malaysia: Dār Al Shukr.

Mullā khāṭir, Khalīl I’brāhīm. 1405 h. *Al I’ṣābah Fī Ṣiḥḥati Ḥadīth Dhubābah.* Jidda: Dār Al Qublah li Al Thaqāfah Al Islāmiyyah.

Muslim, Abū Al Ḥusaīn Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qushairī. 1991. *Ṣaḥīḥ Muslim.* Cairo: Maṭbaʿa ʿĪsā al-Bābī al-Ḥalabī

Oūzūn, Zakariyyā. 2004. *Jināyat Al Bukhārī*. Biarūt: Riyāḍ Al Rayyīs.

Rahim, Fazlur.1993. *English –Bengali Dictionary*. Dhaka: Bangla Academy.

Riḍā, Muḥammad Rashīd. 1346 H (Razab). *Majalla Al Manār*

Taylor, Charles (2 September, 2008). *‘Buffered and Porous Selves’* The Immament Frame : Secularism, Religion and the Public Sphere. (blog),https://tif.ssrc.org/2008/09/02/buffered-and-porous-selves/

Yāsīn, ‘Abd Al Jawwād. 1998. *Al Sulṭa Fī Al Islām.* Bairūt: Al Markaz Al Thaqāfī Al ‘Arabī.